CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 December, 2023 ■ আগরতলা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৬ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাংসদ বহিস্কারের ঘটনায় দেশের সঙ্গে রাজ্যেও বিক্ষোভ বাম-কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি / আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার দিল্লির যন্তরে মন্তরে সংসদ থেকে সাংসদদের বরখাস্ত করার প্রতিবাদে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' বিক্ষোভে অংশ নেন খাড়গে। বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, 'আমাদের সংবিধানে সবার বাক স্বাধীনতা রয়েছে। আমরা যখন নোটিশ দিই (সংসদে) তখন আমাদের নোটিশ পড়ার সুযোগও দেওয়া হয় না। তাহলে আমি কি বলব, বিজেপি সরকার একজন দলিতকে কথা বলতে দিচ্ছে না?'

খাড়গে আরও বলেছেন, 'আপনারা আমাদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিতে পারবেন না। এই স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু এবং মহাত্মা গান্ধী। আপনারা বিরোধী সাংসদদের বরখাস্ত করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইন পাস করেন..আমাদের একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।' এই বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার বলেছেন, 'গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আমরা যে কোনও মূল্য চোকাতে প্রস্তুত।'

এদিকে, সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ১৪৬ জন সাংসদকে গোটা অধিবেশন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তা একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য কলঙ্কিত অধ্যায়।

আগরতলার একটি প্রতিবাদী সভায় একথা বলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, বিরোধী দলের সাংসদদের সংসদ থেকে বহিষ্কার করে সংসদীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তাঁর কথায়, ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত সংসদ ভবনে একই দিনে ২২ বছর পর সন্ত্রাসীদের দ্বারা হামলার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আগামীদিনে সাংসদের নিরাপত্তার জন্য এটি বিরাট ত্রুটি তা প্রমাণিত হয়েছে।

তাঁর কটাক্ষ, কালো টাকা ব্যবহার করে কিছু কিছু রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু গত ১০ বছরে দেশে বেকারত্ব, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের আত্মহত্যা আরও বেশি চড়া হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ২৮টি রাজনৈতিক দলের ব্লক সারা দেশে প্রতিবাদী আন্দোলন তৈরি করছে। সিপিএমের ৪টি দল সিপিআইএমেল সহ ৫ টি বামপন্থী দল আগরতলায় মিছিল ও সভার আয়োজন করেছে। অপরদিকে, বিরোধী দলগুলির দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ধলাই জেলার কমলপুরে আজ প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে বামেরা। সংসদের অধিবেশন থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের সাংসদদের চরম অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বিচারে বহিষ্কার করার প্রতিবাদে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মঞ্চ থেকে ২২শে ডিসেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে কমলপুর মহকুমার শান্তিরবাজারে বামফ্রন্টের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রেখেছেন সিপিআই(এম) কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস ও সিপিআই নেতা রাশবিহারী ঘোষ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অঞ্জন দাস বলেন, গণতন্ত্রের মন্দিরে গণতন্ত্র রক্তাক্ত। দেশের সংসদীয় ইতিহাসে এইবার প্রথম সংসদের শীতকালীন চলতি অধিবেশনে দফায় দফায় বিরোধী দলের ১৪৬ জন সাংসদকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মোদি-শাহর স্বৈরতন্ত্রের এই বুলডোজারের আক্রমনের প্রধান লক্ষ্য ছিল অসংসদীয় আচরণের তকমা সেঁটে এক গুচ্ছ দানবীয় বিল পাশ করে নেওয়া। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই শাসক দলকে তিরস্কার করেছেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, গত ১৩ ডিসেম্বর দর্শক আসন থেকে দুইজন লাফিয়ে সাংসদদের মধ্যে রঙ্গিন ধোঁয়া ছড়ানোর ঘটনা প্রমাণ করে সরকারের নিরাপত্তার চরম গাফিলতি। গণতন্ত্রে বিরোধীদের কথা বলার নায্য অধিকার আছে। সংসদের ধোঁয়া দেওয়ার এই ঘটনার বিবৃতি দাবি করা কোনভাবেই সাংসদদের অন্যায় হতে পারে না।

বাম নেতা আরো বলেন, জনগণ সাংসদের আরাম আয়াশ করার জন্য বা মোদীর জয়ধ্বনি দেওয়ার জন্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে একদিনে দুটি যান দুর্ঘটনায় আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ ডিসেম্বর ।। শান্তির বাজার ডাকবাংলো সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় গুরতর আহত হয়েছেন দুইজন। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শুক্রবার রাত্রি ৮টা ৪৫মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর নিকট খবর যায় শান্তির বাজার পূর্তদপ্তরের ডাকবাংলো সংলগ্ন এলাকায় টিআর০৮-এফ-৭৮৫৯ নম্বরের একটি বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে।

এই দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী ও বাইক চালক গুরতরভাবে আহত হয়েছেন। শান্তির বাজার দমকল বাহিনীদের তৎপরতায় আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে সময় মতো চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন মাইছড়ার বাসিন্দা দেবব্রত দে(২৫) ও কাঞ্চননগর এলাকার বাসিন্দা নিতেশ রায় (২৫)। অটো ও মারুতি গাড়ির সংঘর্ষ আহত হয়েছেন ৪জন ব্যক্তি। আজ সকালে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্রমনু মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় ৮ নং জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় মানুষ সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলবাহিনীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল বেলায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্রমনু মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় ৮ নং জাতীয় সড়কে একটি অটো ও মারুতি গাড়ীর সংঘর্ষ ঘটে। স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে অটো ও মারুতিগাড়ী শান্তির বাজার থেকে বীরচন্দ্র মনুর দিকে যাচ্ছিলো। এরইমধ্যে মারুতিগাড়ীটি দ্রুতগতিতে এসে অটোর পেছনেরদিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে করে অটোতে থাকা চালক সহ ৩ জন যাত্রী আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাজার দমকল বাহিনির কর্মীরা দ্রুততারসহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের উদ্ধারক রে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় এডিসির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্যে তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে।আরো জানা গিয়েছে, অপরদিকে দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় মারুতি গাড়ীটি পালিয়ে যায় বলে।পরবর্তী সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ অটোটিকে থানায় নিয়ে যায় ও মারুতিগাড়ীটি খোঁজার চেষ্টা চালায়।

৯ লাখ টাকার এসকফ উদ্ধার

আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর ।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বোধজং থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক কনটেইনারে তল্লাশি চালিয়ে ১২ কার্টুন এসকফ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে বহি:রাজ্যের এক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ওসি কৃষ্ণ ধন সরকার, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খয়েরপুর থানার ওসির কাছে খবর আসে খয়েরপুর বাইপাসে বহি:রাজ্যের কনটেইনার দিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশাসামগ্রী আনলোড করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে কেএ০১এএল৪১৮৩ নম্বরের কনটেইনার থেকে ১২ কার্টুন এসকফ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অসমের বাসিন্দা জোহেল হাজারিকাকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে। বাজেয়াপ্ত এসকফের বাজার মূল্য আনুমানিক ৯ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শীতের মরশুম শুরু হতেই বাজারে এসে গেলো সুস্বাদু কমলা। ছবি- নিজস্ব।

প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠন স্থগিত দশম ও দ্বাদশের বাংলা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। প্রি-বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় দশম ও দ্বাদশের বাংলা পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।

উল্লেখ্য, স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে সমালোচনার অধ্যয় বিরাট। রাজ্যে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীর হাতে পৌঁছানো নতুন বিষয় নয়। এবারও প্রি-বোর্ড পরীক্ষার দশম শ্রেণীর প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। দুই হাজার টাকা দরে প্রশ্নপত্র বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সারা রাজ্যে এখন একই কেন্দ্রীয় প্রশ্নপত্রে সরকারি স্কুলগুলিতে পরীক্ষা হয়। প্রি-বোর্ড পরীক্ষা তার বাইরে নয়। ফলে, দশম শ্রেণির প্রশ্ন ফাঁস হয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লখউনতে অ্যালামনি মিট অনুষ্ঠানে

প্রকৃত কমিউনিস্ট হলেই ভালো মানুষ হওয়া যায়, কটাক্ষ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। প্রকৃত কমিউনিস্ট হলেই ভালো মানুষ হওয়া যায়। নইলে কারোরই কদর নেই। আজ লখনউ-তে ইন্টারন্যাশনাল জর্জিয়ান অ্যালামনি মিট ২০২৩ অনুষ্ঠানে কমিউনিস্টদের এভাবেই কটাক্ষের সুরে বিঁধলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, যে প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছি তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তাঁর কথায়, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা দেশবাসী কোনো দিন ভাবতেই পারেননি।

এদিন তিনি বলেন, কোনো উচ্চ পদের আশায় ত্রিপুরায় বিজেপি দলে যোগদান করিনি।

আমাকে বিজেপি দলে পৃষ্ঠাপ্রমুখ ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

এদিন তিনি আরও বলেন, গত ৩৫ বছরের কমিউনিস্টদের শাসনকাল থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে দিনরাত কাজ করেছিলাম। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্টদের শাসনের অবসান ঘটেছে।

সীমান্তে পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ ডিসেম্বর ।। কলমচৌরা থানার অন্তর্গত পশ্চিম পাড়া সীমান্ত এলাকায় নেশা কারবারীদের আক্রমণে ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক। আহতরা হলেন মোতালেব হোসেন, নূর হোসেন, হানিফ মিয়া অপরদিকে সুমন মিয়া, মামন মিয়া, জালাল মিয়া। তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে হাঁপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনা সংগঠিত করে নেশা কারবারীরা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে পাড়ি দিয়েছে বলে খবর। ঘটনায়, উভয় পক্ষের তরফে স্থানীয় কলমচৌড়া থানায় মামলা পাল্টা মামলা করা হয়েছে। এবং সেই মামলায় কাউকে গ্রেপ্তারের কোনো খবর নেই।

অভিযোগ সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রতিনিয়তই নেশা কারবারীরা নানা অসামাজিক কাজকর্মসহ স্থানীয় মানুষের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। নেশাখোর ও নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই আক্রমণ নেমে আসে। বৃহস্পতিবার রাতে এর চরম রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এলাকাকে নেশা মুক্ত করার জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসন ও বিএসএফের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, সীমান্তবর্তী এলাকা নেশাখোর ও নেশাকারবারিদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কলমচৌরা থানার অন্তর্গত পশ্চিম পাড়া সীমান্ত এলাকায় বসবাস করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতি রাতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে মশার উপদ্রব কমাতে ড্রেইন নির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর ।। নিগমবাসীকে মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে আধুনিক প্রযুক্তিতে ড্রেইনের কাজ চলছে। সেখানে জল জমে থাকার কারণেই হয়তো বা শহরে মশার উপদ্রব বেশি। আজ আখাউড়া রোডস্থিত পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই অনুমান করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন সাংবাদিক দের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শহরের সৌন্দর্যায়ন থেকে শুরু করে, বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন এবং নতুন পরিকাঠামো তৈরিতে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে পুর নিগম।

তাঁর কথায়, গত ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে আখাউড়া রোডস্থিত কাটাখালের ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে আধুনিক প্রযুক্তিতে ড্রেনের নির্মাণ কাজ চলছে। বর্তমানে প্রায় শেষের পথে কাজ। এই ড্রেইনের কাজে জমা জল থেকেই শহরে মশার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০◻ সংখ্যা ৭৭ ◻২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ইং ◻৬ পৌষ ◻শনিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে শাস্তি নয়!

চিকিৎসক মানেই সেবা ধর্ময় উৎসর্গ গত প্রাণ। কর্মজীবনে যোগদানের আগেই চিকিৎসকরা সেবা ধর্মের দীক্ষায় দীক্ষিত হন। সেবাই চিকিৎসকদের পরম ধর্ম। চিকিৎসকের কাছে কেউ শত্রু হইতে পারেন না। শত্রু মিত্র সকলকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করায় চিকিৎসকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। আদি অনন্তকাল ধরিয়া চিকিৎসকরা এই দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। অথচ মাঝেমধ্যে লক্ষণীয় হইয়া ওঠে চিকিৎসা গাফিলতি কিংবা অন্য কোন কারণে চিকিৎসকদের উপর আক্রমণ সংগঠিত হইতেছে। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। কেননা চিকিৎসকরা হইলেন ঈশ্বর সমতুল্য। পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হইয়া পড়লে চিকিৎসককে ঈশ্বরের সঙ্গেই তুলনা করিয়া থাকেন। চিকিৎসকের কাছেই রোগীর জীবন সপিয়া দেওয়া হয়। চিকিৎসক ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলেন। তবে মাঝেমধ্যে যে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটিবে না তাহা বলা মুশকিল। ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনা দুর্ঘটনারই শামিল। কেননা চিকিৎসক কখনোই কোনো রোগীর মৃত্যু কামনা করেন না। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী মৃত্যুর পর চিকিৎসককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে রোগীমৃত্যু হইলেও ডাক্তারদের অপরাধ লঘু করিয়া দেখা হইবে। এরকমই বন্দোবস্ত রাখা হইয়াছে নতুন ন্যায় সংহিতা বিলে। লোকসভায় দাঁড়াইয়া স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আশ্বাস ছিল, 'চিকিৎসার গাফিলতির জেরে রোগীমৃত্যু হইলেও চিকিৎসকদের দোষী সাব্যস্ত করা হইবে না। 'বিরোধীশূন্য' রাজ্যসভায়ও পাশ হইয়া গেল ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত তিনটি বিল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী, চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা। কিন্তু যদি সেই গাফিলতি ডাক্তারের হয়, তাহলে ১০৬ ধারায় সর্বাধিক কারাদণ্ড হইতে পারে মাত্র দু'বছরের।

ন্যায় সংহিতায় এফআইআর কিংবা পুলিস হেফাজতের মেয়াদের নিয়মও বদলাইয়াছে। বর্তমানে কোনও অভিযুক্তকে পুলিস হেফাজতে রাখিবার সর্বাধিক মেয়াদ ১৪ দিন। কিন্তু নয়া বিলে বলা হইয়াছে, কোনও বিচারক চাইলে কাউকে ৯০ দিন পর্যন্ত পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিতে পারেন। শুধু তাই নয়, অভিযোগ উঠিলে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর নাও করিতে পারে থানা। প্রাথমিক তদন্ত করা হইবে। সত্যতা মিললে স্বল্প অপরাধের ক্ষেত্রে তিন দিন, গুরুতর অপরাধে ১৪ দিনের মধ্যে এফআইআর করিতে হইবে। আর মামলার মীমাংসা হবে তিন বছরে, দাবি শাহের।

ব্রিটিশ আমলের সিআরপিসি, আইপিসি এবং এভিডেন্স আইন বাতিল করিতেই আনা হইয়াছে এই তিনটি বিল। লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও এদিন বিনা বাধায় সেগুলি পাশ হইয়া যায়। বিরোধীহীন রাজ্যসভায় দিনভর এই তিনটি বিল নিয়া আলোচনা চলে। তাহাতে অবশ্য সরকারপক্ষের এমপিরা শুধুই নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের বন্দনাই করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকে এক সুরে দাবি করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইলেও ব্রিটিশদের তৈরি আইনই চলিতেছে দেশে। এই বিল আনিয়া ভারতকে ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করিলেন অমিত শাহ। সংসদে বিরোধীরা হাজির না থাকিলেও এদিন বিষয়টি নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা কংগ্রেস এমপি পি চিদম্বরম। বলিয়াছেন, 'কীসের দাসত্ব মুক্তি? ভালো করিয়া তিনটি বিল পড়িয়া দেখিলাম, ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ওই পুরনো ব্রিটিশ আইন থেকে হুবহু নকল করিয়া বসাইয়া দিয়াছে মোদি সরকার।

সর্বোপরি, চিকিৎসাধীন কোন রোগীর মৃত্যু ঘটেলে চিকিৎসককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কঠোর কোন আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না। এই ধরনের পদক্ষেপ চিকিৎসকদের মনোবল চাঙ্গা করিবে এবং চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাহাদের আত্মপ্রত্যয় আরো বৃদ্ধি পাইবে।

শনিবারেই হাওয়া বদল!

বাড়বে তাপমাত্রা, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে উধাও হবে ঠান্ডা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী সপ্তাহের শুরুতেই বড়দিন। পিকনিক, ঘোরাঘুরি সব মিলিয়েই উৎসবের আমেজ থাকে সেই দিন, শীত পোশাকে শীতের আমেজ উপভোগ করেন বঙ্গবাসী। সেই সময় শীত কেমন থাকবে, তা জানতে আগ্রহী শীতপ্রেমীরা। তবে বড়দিনে এবার শীত ''কম' থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উল্টে তাপমাত্রা খানিক বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। শীতের লম্বা ইনিংসে বাধা দেবে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত। বাড়বে পূবালি হাওয়ার দাপট। আর সে কারণেই রাজ্যে প্রবেশ করবে না উত্তর-পশ্চিমের শীতল বাতাস।

সপ্তাহান্তেই ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা। এমনকি বর্ষবরণের সপ্তাহেও রাজ্যের মাথায় থাকবে মেঘের চাদর। আরব সাগরে সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণাবার্ত তৈরি হওয়ারও। আবহবিদরা জানিয়েছেন, রবিবার থেকে গোটা রাজ্যেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়বে। সোমবার বড়দিন। ওই দিন থেকেই রাতের তাপমাত্রা আপাতত কয়েক দিনের জন্য ২-৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে কেবল দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেই নয়, তাপমাত্রা বাড়তে চলেছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। এর ফলে কনকনে শীত খানিক কমলেও সামগ্রিক ভাবে কোনও প্রভাব টের পাওয়া যাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ডিসেম্বরের এই সময় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির আশপাশে থাকলে তাকে স্বাভাবিকই বলা চলে। তবে আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের গণ্ডি টপকাতে পারে। নতুন বছরের শুরুতেও একই পরিস্থিতি থাকবে কি না, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

ঝাড়খণ্ডে রেললাইন উড়িয়ে দিল মাওবাদীরা, বিঘ্নিত রেল পরিষেবা

রাঁচি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে বিস্ফোরণে রেললাইন উড়িয়ে দিল মাওবাদীরা। বৃহস্পতিবার রাতে গোইলকেরা থানা এলাকায় মনোহরপুর এবং গোয়েলকেরার মাঝে রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে মাওবাদীরা। এর ফলে ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন চাইবাসার পুলিশ সুপার। রেল সূত্রের খবর, হাওড়া-মুম্বই মুখ্য রেলপথের গোইলকেরা পোসাইতা সেকশনের অধীনে রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে মাওবাদীরা। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রসঙ্গত, ২২ ডিসেম্বর ভারতে বনধের ডাক দিয়েছে নকশালরা, তবে বনধ শুরু হওয়ার আগেই নকশালরা গোইলকেরা পোসাইতা সেকশনের অধীনে কারো ব্রিজের কাছে ৩৫৬/২৯এ নম্বর খুঁটির সমীপে তৃতীয় রেল সেকশনের রেললাইন উড়িয়ে দেয়। রেললাইন বিস্ফোরণের ফলে চক্রধরপুর বিভাগে রেলের চাকা থমকে গিয়েছে।

এতকিছুর পরও তুমি একাই: শাহাবুদ্দিন আহমেদ

আলমগীর স্বপন ও রফিকুল বাসার

বিশ্বখ্যাত বাঙালি চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ। যার তুলির ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিজয়। তার ছবিতে সংগ্রামী মানুষের দুর্দমনীয় শক্তি ও অপ্রতিরোধ্য গতির অভিব্যক্তি দুনিয়াব্যাপী সুপরিচিত। আধুনিক ঘরানার এ শিল্পীর শিল্পসত্তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত ইউরোপে। পেয়েছেন ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'নাইট' উপাধি। মাস্টার পেইন্টার্স অব কনটেম্পোরারি আর্টসের পঞ্চাশজনের একজন হিসাবে ১৯৯২ সালে বার্সেলোনায় অলিম্পিয়াড অব আর্টস পদকেও ভূষিত হয়েছেন তিনি। পেয়েছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা স্বাধীনতা পদক। মুক্তিযোদ্ধা এ শিল্পীর সঙ্গে চিত্রকলা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি নিয়ে আড্ডা হয়েছে তার ফ্রান্সের প্যারিসের ভিনসেন্টের বাসায়। সেই কথোপকথনের বিশেষ অংশ নিয়ে এ সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাংবাদিক আলমগীর স্বপন ও রফিকুল বাসার। তার অংশবিশেষ পত্রস্থ হলো।

প্রবাসে আছেন দীর্ঘদিন? প্রবাস থেকে বাংলাদেশের শিল্প চর্চাকে কীভাবে দেখেন? চিত্রকলা বা সাহিত্য সৃজনশীলতার এমন মাধ্যম যেখানে সময় দিতে হয়। সংবাদপত্রে যেমন সাংবাদিকরা সংবাদ লেখে প্রতিদিনের ঘটনাকে উপজীব্য করে। যা ঘটছে তা তুলে ধরা হয়। কিন্তু চিত্রকলা বা সাহিত্য সময় নিয়ে করতে হয়। হঠাৎ করে চাইলাম আর হয়ে গেল এমন না। এর ফলে অনেকের ধৈর্য থাকে না। নানা সমস্যা দেখা দেয়। বাঁচার তাগিদে অনেক কিছু করতে হয়। অনেকে বিলীন হয়ে যায়। এখন বাংলাদেশে যে চিত্রকলার চর্চা হচ্ছে, সেটাও সময়ের ব্যাপার। সময় দিতে হবে। বাংলাদেশে এত ঝামেলা, বিশেষ করে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। নানা কিছুর প্রভাব ও আছর এখানে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে এত কিছু হলেও চিত্রকলায় এর প্রভাব সেভাবে পড়েনি। এটা আশ্চর্যজনক। চিত্রকলায় যে এগ্রেসিভনেস বা রাগের ভাবটা সেটা এসেছে তাদের সৃষ্টিতে। যেটা আগে ছিল না...

এই 'রাগ' বলতে বোঝাচ্ছি, যেমন ধর, আগে সুন্দর ছবি বলতে, ল্যান্ডস্কেপ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, এগুলো আগে বেশি আঁকা হতো। এখন এর সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিনের সমস্যা ঠাঁই পাচ্ছে চিত্রকলায়। এসব নিয়ে এ প্রজন্মের চিত্রকররা চিন্তা করে। এক্ষেত্রে প্যারাডাইম শিফট বা চিন্তাভাবনার রূপান্তর কীভাবে হয়েছে বলে মনে করেন? : এর অনেক কারণ রয়েছে। আমার মনে হয় ইন্টারনেট, মোবাইল চলে আসায় চিত্রকলায় এ পরিবর্তন এসেছে। তারা বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। প্রযুক্তি গত বিশ ত্রিশ বছরে চিত্রকলায় তরুণ ও যুবকদের দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। তারা এর মাধ্যমে বাইরের ভালো ভালো কাজগুলো থেকে ভালো জিনিসটা যেমন নিচ্ছে, তেমনি নিজেদের যা আছে সেটাও ভুলে যাচ্ছে না। ভেতর ও বাইরের সংমিশ্রণ আছে তাদের চিত্রকলায়।

তবে চিত্রকলার মূল চাবিকাঠি হলো 'নিজস্বতা'। নিজস্বতাই চিত্রকলার শক্তি। এটা আছে আমাদের চিত্রকলায়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, এস এম সুলতান, কামরুল হাসানরা এখনো তারা আছেন তাদের কাজের মাধ্যমে। আপনারা যখন থেকে আঁকা শুরু করেছেন, সে প্রজন্মের অনেকেই তাদের কাজের মাধ্যমে দীপ্যমান। বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। সেই মানের চিত্রশিল্পী কী এখন আমরা পাচ্ছি?

: সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলায়, এক্ষেত্রেও সময় দিতে হবে। যেমন বাংলাদেশের সাহিত্যে, সিনেমা, সংগীত সবক্ষেত্রেই একই কথা। আমি নিজে শিল্পী বলে যে চিত্রকলার কথা বলছি তা নয়। সাধারণত পৃথিবীতে যেখানে ঝঞ্জাট বেশি ওইখানে চিত্রকলা অনেক পিছিয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে এটা প্রথমেই পেয়ে গেছে। তবে জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, সুলতান তারা কী একদিনে হয়েছে? ওনারা সারাটা জীবন ছবি এঁকেছেন। এখন আমাদের এখানে, এ জন্য প্রজন্মের কথা চলে আসছে। ওরা হয়তো বড়জোর কেউ ২০ বছর কেউ ১০ বছর ধরে ছবি আঁকছে। চিত্রকলায় এ সময়টা কিছুই না। আবার বলি, ধরো, মাইকেল জ্যাকসন, উনি তো অল্প বয়সেই মারা গেছেন, এ জাতীয় লোক কিন্তু আলাদা একটা সত্ত্বা। এভাবে বিচার করা যায় না। জয়নুল আবেদীন, উনি আলাদা। উনি যেই সময় জয়নুল আবেদীন হয়েছেন, নাও তো হতে পারতেন। কিন্তু তার প্রতিভা, একাগ্রতা ছিল। একইভাবে বঙ্গবন্ধু কীভাবে বঙ্গবন্ধু হলেন? সে সময় কত বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু মানুষের রাজনীতি থেকে একজন বঙ্গবন্ধুর সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু ঘটনা এখানে ফ্যাক্টর হয়েছে। আবার যদি বলি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল কী নজরুল হওয়ার কথা ছিল? না। এগুলো আগে থেকেই ইঙ্গিত দেয়, যে প্রকৃতির একটা শক্তি আছে। সোনার বাংলা হুট করে একদিন সোনার বাংলা হয়ে যায়নি। এর ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে। প্রকৃতির একটা শক্তি আছে। এখানে একদিনে ধান কিংবা পেঁয়াজ হয়ে যায়নি। চিত্রকলাও একই। জয়নুল আবেদীন, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ কিংবা বঙ্গবন্ধুর কথা বলো-এই যে বিশ্বখ্যাত মানুষগুলো এসেছে এর পেছনে তাদের শ্রম, সাধনা, মেধা ছিল এবং তাদের কারণে আমাদের শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি বেঁচে গেছে। বিশ্বে আমাদের পরিচিতি তৈরি হয়েছে। তারা না থাকলে এসব ক্ষেত্রে আমরা হয়তো আরও একশ-দুইশ বছর পিছিয়ে থাকতাম। এ প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে সেই শ্রম-ত্যাগ ও আত্মবিশ্বাস দেখতে পান? আমরা এক্ষেত্রে কতটা এগোতে পারছি?

: এগোচ্ছে তো। তবে এগোনোর কথা ছিল না। তোমরা যদি অন্য কোনো দেশের কথা চিন্তা কর সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু আমাদের ছোট্ট একটা দেশ। স্বাধীনতার সাড়ে ৪ বছরের মাথায় একটা দেশে ফাটল দেখা দিল, এমন এক ফাটল হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বিরাট একটা পাথর যে ছিল, ওই পাথর খণ্ড খণ্ড করে ফেলছে। এ

রকম বিপজ্জনক ঘটনার পর চিত্রকলা বা সাহিত্যের কথা চিন্তা করার কথা না। এরপরও আমরা চিন্তা করেছি। কারণ হলো চিত্রকলা, সাহিত্য ও সংগীত হলো আমাদের মূলে আছে। এটাই আমাদের বাঙালির প্রকৃতি। এটাকে নষ্ট করার জন্য অনেকে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু পারছে না। এই বাইরের শক্তি কারা? ভেতরের কোনো শক্তিও কি এর পেছনে আছে? : আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি বিশেষ করে সিনেমার ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাইরের রাজনৈতিক চালে ঘুরেফিরে অন্যদিকে টার্ন নিয়েছে। আমেরিকার হলিউড বা ভারতের বলিউডের দিকে গেছে। বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্বটা এ মিডিয়া থেকে সরে গেছে এভাবে। অথচ বাংলায় অনেক কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। একটা সিনেমা বানানো অনেক কঠিন কাজ। চিত্র পরিচালক চাইলেই হওয়া যায় না। এখানে পরিচালককে তার কাজ বুঝতে হবে, দর্শককে বুঝতে হবে। তার মধ্যে সৃজনশীল চিন্তা ও নতুন কিছু নির্মাণের স্বপ্ন থাকতে হবে। প্রযুক্তি বুঝতে হবে। এসব টাকা দিয়ে হয় না। তাহলে তো সব ধনীরা সিনেমার পরিচালক হয়ে যেত। শিল্পের ক্ষেত্রে টাকাটা মূল চাবিকাঠি নয়। পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থায় বর্তমানে যে ভোগবাদী প্রবণতা, সেখানে অর্থের পাশাপাশি ধর্মীয় মৌলবাদও কী শিল্পের বিকাশে ও চর্চায় বাধা হিসাবে কাজ করছে বলে মনে করেন? মৌলবাদ আছে বলেই চিত্রকলা এগোবে। এর বিস্তৃতি এখন পৃথিবীজুড়ে। এটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়। ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি। কিন্তু সেই মৌলিক অবস্থান আমরা ধরে রাখতে পারিনি। পঁচাত্তরে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরবর্তী সামরিক সরকারগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করেছে। তাই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের যুদ্ধটা কিন্তু এখনো চলছে। হয়তো অন্যভাবে। যারা বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে না ওরা একেক সময়ে মন্ত্রী হয়েছিল। এটা অবিশ্বাস্য! বাংলাদেশের পতাকা তাদের গাড়িতে উঠতে দেখেছে তোমার-আমার চোখ। এটারও একটা শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাকে-আমাকে। কারণ তুমি মেনে নিয়েছ। এত কিছুর পরও আমাদের কপাল ভালো প্রজন্ম চত্বরের ওরা, শাহবাগ আন্দোলন করেছিল। এ ধরনের আন্দোলন তো আশা জাগানিয়া। যেমন ধর বৃষ্টি হলো। এরপর রোদ এসে সব শুকিয়ে গেল। কেউ বাইরে থেকে বৃষ্টি দেখে এসে, ভেজা প্রকৃতি দেখে এসে, যে ঘরে আছে তাকে বলল, জান আজ অনেক বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভেতরে যে ছিল সে বৃষ্টির কথা শুনে বলল, কই চারপাশ তো শুকনা। সে বিশ্বাস করল না। বলল, আরে না তুই মিথ্যা কথা বলছিস। বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ঘটনাটা কিন্তু সত্য, বৃষ্টি হয়েছিল। এরপর যে বলেছিল বৃষ্টি হয়েছে, সে বলল, আচ্ছা তুমি বিশ্বাস করছ না বৃষ্টি হয়েছে। তাহলে চল বাইরে যাই। বৃষ্টির পর মাটির একটা গন্ধ পাওয়া যায়, সেটা তুমি অনুভব করতে পারব বাইরে গেলে। তারা বাইরে গিয়ে দেখল যে, মাটির একটা গন্ধ ঠিকই পাওয়া যাচ্ছে। তখন যে বিশ্বাস করছিল না বৃষ্টির বিষয়টি, সে বলল, 'ও তাই তো, মাটির গন্ধ পাচ্ছি।' এগুলো হচ্ছে প্রকৃতির সত্য। এত বড় সত্য, একটা ঘটনা। ত্রিশ লাখ মানুষ শহিদ হয়েছে। অত্যাচার-অনাচারের কথা এগুলো বাদ দিলাম। কিন্তু ত্রিশ লাখ শহিদের বলিদান কি বৃথা যাবে? তাহলে তো পৃথিবী টিকে না। এটা হতে পারে না। আমরা মানুষ তো। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চিত্রকলা এবং সাহিত্যের বড় প্রেরণা? অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যও ছিল আমাদের মুক্তির আন্দোলনের বড় অস্ত্র? এর থেকে কি আমরা পিছু হটছি?

: ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজদের অত্যাচার-নির্যাতনের ভেতর থেকেই আমরা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অনেক সৃষ্টি পেয়েছি। তা না হলে আমরা তাদের যেভাবে চিনি, সেটা নাও হতে পারত। আরও অনেকেই আছে। শিল্পী-সাহিত্যিকরা সংকটের মধ্যে থেকেই নতুন কিছু সৃষ্টি করে। এখানেই তাদের মূল ভূমিকা। এ ভূমিকা থেকে সরে গেলে তোমার আর কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। কারণ পৃথিবীতে সহজে কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না। এটার জন্য প্রাণ-ভালোবাসা-ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যেটা বাংলাদেশে হচ্ছে। এটা স্বাধীনতার একটা বিরাট ফসল। এত কিছু হওয়ার পরও ছবি আঁকে কী করে? এককালে আমাদের ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক ভাই, মানিক মিয়া ছিল। কেন? তার কী ভূমিকা? মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য? তখন প্রতিদিন তিনি লিখতেন, খবর দিতেন। উনি না লিখলেও, খবর না দিলেও চলত। কিন্তু দেশ মাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে তিনি পিছপা হননি। এ কারণেই তিনি মানিক মিয়া হতে পেরে ছিলেন। মুক্তির সংগ্রাম বসে থাকার মতো কোনো জিনিস নয়। কেউ না কেউ হাল ধরে এবং চিন্তা করে। এখন আমাদের বাংলাদেশে যা হচ্ছে, এটাই হলো সময় সৃষ্টির, কাজ করার। বসে থাকলে কিছু করার নেই। সারা বাংলাদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-হয়েছে। অন্য কোনো সেক্টরে এত কিছু হয়নি। এর মাধ্যমে একটা পরিবর্তন কিন্তু এসেছে। একইভাবে চারুকলায় অনেক বিস্তৃত কাজ হয়েছে, যেটা হওয়ার কথা ছিল না।

এ প্রজন্মের শিল্পীদের প্রতি কোনো পরামর্শ আছে আপনার?

: আমি বুদ্ধিজীবী না, কিছু না। আমি ছবি আঁকি, সেটা আরেকজন উদ্বোধন করে বা বাংলাদেশে কোনো প্রদর্শনী হলে আমিও উদ্বোধন করি। এটা বড় কিছু বা মূল্যবান কিছু না। মূল্যবান হলো, আমি কী আঁকি? আমি কী চিন্তা করি? এখন আরেকজন যদি এটাকে ভালোবাসে, এটাই যথেষ্ট। অনেক নাম ধাম করলাম-এতে কিছু আসে যায় না। এখন মূল চাবিকাঠিটা ধর রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল এখনো এত প্রাসঙ্গিক কেন, মূল্যবান কেন? কারণ হলো এখনো কিছু লিখতে গেলে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু নিতে হয়। যেটা অন্যরা পারেনি। চিত্রকলা ব্যাপারটাও একই রকম।

আমাদের শিল্পকলা একাডেমি হয়েছে এখন, যেটা আগে ছোট ছিল। এর মাঝে ছোট ছোট বাইরের জিনিস আছে, যেটা তোমরা মনে করতে পার এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু না। সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। না হলে তুমি পার্থক্য করতে পারবে না। বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময় হবে না, এটা না হলে। যেহেতু এখন বিশ্বায়ন হয়ে গেছে। এর বাইরে কেউ থাকতে পারবে না।

সব ক্ষেত্রেই এখন প্রযুক্তির রাজ চলছে? মানুষের দৈনন্দিনকে নিয়ন্ত্রণ করছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। শিল্প চর্চায় এর প্রভাব কতটা দেখছেন?

: প্রযুক্তি তোমার পরিশ্রম কমিয়ে ফেলছে। কিন্তু শিল্প হতে হলে, পরিশ্রম তোমাকে করতেই হবে। যদি আসলে তুমি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাও। যদি ক্ষণিকের জন্য কিছু চাও, তাহলে অন্য ব্যাপার। সহজ ভাষায় বলি যে, নকল করে একটা কিছু আঁকলাম। কিন্তু এ নকল একটা সময়ের পর ধরা পড়ে যাবে। এখানেই হলো সৃষ্টির তফাত। যখন শব্দটা বলি, 'সৃষ্টি'। সৃষ্টি কোনো ফাজলামির বিষয় নয়। যে হুট করে হয়ে গেল। তাহলে তো সবাই গ্রেট হয়ে যেত। না। ধরেন একটা রঙের ব্যবহার, অন্যরা কেউ করেনি কোনোদিন। অনেকে ভাবে আর কী করব? সেই রেনেসা থেকে আরম্ভ করে, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি থেকে আরম্ভ করে সবই তো করে ফেলেছে, তাহলে থাকে কী? কী করব? এই যে থাকে কী প্রশ্নে আটকে যাওয়া যাবে না? আসলে থাকে? সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়। অনেক জিনিস আছে যেটা, ওই সময়ে তো মোবাইল ছিল না, তখন ওরা ওদের মতো করে শিল্প করেছে। এখন মোবাইল আছে, নতুন প্রযুক্তি এসেছে। এর ফলে অনেক জিনিসের পরিবর্তন হয়েছে। আমি আরও সহজ করে বলছি, এত কিছু থাকার পরও, এত প্রযুক্তি থাকার পরও, তুমি একজন। তোমার নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে। তোমার নিজের একটা স্পেস তৈরি আছে। নিজে একা একা থাকতে পছন্দ কর। এত কিছু থাকার পরও তুমি একাই। তোমার নিজস্ব একটা জগৎ আছে। নিজস্ব জগৎটা কী। সকাল বেলা উঠে তুমি দেখছ পাখি ডাকে বা বিলের পানি দেখছ, এখন তুমি এ বিলটাকে ভুলে গেলা, লন্ডনের টেমস নদীর কথা চিন্তা করলা? এভাবে তুমি হারিয়ে ফেললা। তোমার নিজস্বতা হারিয়ে ফেললা। টেমস নদী তুমি এঁকেছ, সবাই দেখে বলল ওয়াও 'তুমি টেমস নদী এঁকেছ। কত কিছু জান তুমি'। আসলে কিছুই জান না। তোমার সেই শৈশবের বিলে কত কিছু আছে, মাছ, প্রকৃতি। এগুলো সমন্ধে না জানলে তুমি দুর্বল হয়ে গেলা। তাহলে তুমি কী দিবা? নতুন কিছু সৃষ্টি করবা কী করে?

প্রজন্মকে বিজ্ঞান শেখানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিজ্ঞানমুখী করা

শিশির ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারবে না, না ব্যক্তি, না সমাজ। মানুষ বিজ্ঞানকে ভালোবাসে বিজ্ঞানের জন্য নয়, বিজ্ঞানের উপজাত প্রযুক্তির জন্য। মাদ্রাসা-শিক্ষিত তালেবানও একসময় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা চাইবে। কারণ তাকে ড্রোন বানাতে হবে ইরানের মতো।

যে ইরান আফগানদের ছোটলোক মনে করে, একদিন না একদিন তাকে উচিত জবাব দিতেই হবে। যুক্তিপ্রবণ জাতি অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ জাতির চেয়ে কাম্য হবার কথা। কারণ বিশ্বাস মাত্রেই যাচাই-অযোগ্য মিথ্যা গালগল্প, মিথ্যা মানেই একটা ধোঁকা এবং ধোঁকা মানেই সময় নষ্ট, ব্যক্তির কিংবা জাতির।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞান শেখানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমুখী মানসিকতার উন্মেষ করা, তাদের বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলা। বিজ্ঞানমুখী, প্রশ্নপ্রবণ জাতি তৈরি হলে অন্ধবিশ্বাস দূর হবে, বিজ্ঞানচর্চা নিজে থেকেই শুরু হবে এবং প্রযুক্তি আপনিই জন্ম নেবে। নবম-দশম শ্রেণিতে ঠুঁসে বিজ্ঞান গেলানোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জীবন ও জগৎকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখতে শেখানো। এটুকু করা পর্যন্ত রাষ্ট্রের দায়িত্ব, বাকিটা ব্যক্তি নিজেই করে নিতে পারবে।

বিজ্ঞান কাকে বলে? দুই শব্দে বিজ্ঞান হচ্ছে 'ভুলপ্রমাণযোগ্য সাধারণীকরণ' বা 'ফলসিফাইয়েবল জেনারালাইজেশন'। বিজ্ঞানে দুটি পর্যায় বা পর্ব আছে। প্রথম পর্যায়ে বিশেষ হাইপোথিসিস মাথায় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করতে হয়। এটা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ট্যাক্সোনোমিক পর্যায়, কিন্তু এটা বিজ্ঞান নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিন্যস্ত তথ্যের ভিত্তিতে এমন একটি সাধারণ সূত্রের প্রস্তাব করতে হয়, যে সূত্রটি ভুলপ্রমাণযোগ্য বা ফলসিফাইয়েবল। বিজ্ঞানের কোনো সূত্র সত্য নয়, ভুলপ্রমাণযোগ্য আপাত সত্য। এই সূত্রকে ভুল প্রমাণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। ভুল প্রমাণিত হলে সূত্র সংশোধন করতে হবে কিংবা বাতিল করে নতুন সূত্রের প্রস্তাব করার চেষ্টা করতে হবে। ব্যস এটুকুই বিজ্ঞান।

দেশে এবং বিদেশে প্রচুর সহকর্মী দেখেছি, যারা বিজ্ঞানের শিক্ষক, কিন্তু বিজ্ঞান কী জানেন না। সত্তরের দশকে নবম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইতে আমি বিজ্ঞানের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি শিখেছিলাম। নবম-দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করার চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি। বর্তমান কারিকুলামের বিরোধিতা যারা করছেন, তারা কি চান শিশুরা একেকজন মুখস্তবাজ তোতাপাখি হয়ে উঠুক?

তারা কি চান শিশুরা শ্রেফ বিজ্ঞান মুখস্ত করুক এবং তারা বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ না হয়ে উঠুক? তারা কি চান, শিশুরা সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন করতে না শিখুক? এই শিক্ষাক্রম (সম্ভবত) এমন একটি জাতি তৈরি করতে চাইছে (পারবে কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন) যে জাতি (সম্ভবত) মহল বিশেষের পছন্দ নয় এই কারণে যে তারা ভাবছে, এমন একটি জাতি আখেরে তাদের হীন স্বার্থের জন্য হানিকারক হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সমাজ কল্যাণ দপ্তরে মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা হাত ধরে চাকুরির অফার বিলি করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মুম্বই বিমানবন্দরে গ্রেফতার এক বিদেশী সাপ পাচারকারী

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : মুম্বই বিমানবন্দর থেকে বিদেশী সাপ এবং অজগর পাচারকারী এক ব্যক্তিকে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে রাজস্ব গোয়েন্দা দফতরের দল (ডিআরআই)।

ডিআরআই-এর দল ধৃতের কাছ থেকে নটি অজগর ও দুটি বিদেশী সাপ বাজেয়াপ্ত করেছে। এরপর এই বিদেশী সাপ ও অজগরকে বিদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে ডিআরআই। ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের দল নিয়মিত মুম্বই বিমানবন্দরে তল্লাশি চালাচ্ছিল। এদিন ব্যাংকক থেকে আসা এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখা যায়। সেই ব্যক্তির তল্লাশির সময় তার ব্যাগ থেকে নটি অজগর (পাইথন রেগিয়াস) এবং দুটি সাপ (প্যানথেরোফিস গাট্টাস) পাওয়া গেছে। এই সাপগুলিকে কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬২ এর অধীনে বাজেয়াপ্ত করা হয়। বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ দফতরের আধিকারিকরা বাজেয়াপ্ত সাপ ও অজগরের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে যে সাপগুলি বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। আধিকারিকরা বলেছেন, এটি আমদানি নীতির লঙ্ঘন, তাই অজগর ও সাপকে ফেরত পাঠানো হবে ব্যাংককে। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া সাপ ও অজগরকে এয়ারলাইন্সের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এয়ারলাইন্সের সহায়তায় তাদের ব্যাংককে ফেরত পাঠানো হবে। এই ঘটনায় আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্রকাশ্যে শুটআউট মালদায়, গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী

মালদা, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রকাশ্যে শুটআউট মালদায়। শুক্রবারের ভরদুপুরে ইংরেজ বাজারের সুস্থানী মোড়ে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘটে শুটআউট। গুলিবিদ্ধ এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর হাতে গুলি লেগেছে বলে খবর। স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁর অস্ত্রোপচার চলছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ব্যক্তিগত আক্রোশের জেরে এ ঘটনা ঘটে থাকতে। আর্থিক কোনও টানাপোড়েনও নেপথ্যে কাজ করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত প্লাস্টিক ব্যবসায়ীর নাম শফিকুল ইসলাম।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, মোটরবাইকে চড়ে যাচ্ছিলেন সুজাপুরের ব্যবসায়ী শফিকুল। আচমকাই পিছন থেকে গুলি চালায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। মোটরবাইকে একাই ছিলেন শফিকুল। তাঁর হাতে গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী কারণে, কেন শফিকুলের উপর ইংরেজবাজার এলাকায় এমন প্রাণঘাতী হামলা ঘটল, সে বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত পাননি তদন্তকারীরা।

শফিকুল এলাকার একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। সুজাপুরে রয়েছে এই কারখানা। তবে সেখানে শুধু যে শফিকুলের একার কারখানা রয়েছে এমনটা নয়। এলাকার আরও অনেকেরই ওই এলাকায় কারখানা রয়েছে। তাই ব্যবসায়িক রেষারেষি থেকে এ

গীতার মধ্যেই রয়েছে বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান : অমিত শাহ

চন্ডিগড়, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : গীতার মধ্যেই রয়েছে বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান, শুক্রবার এই মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, গীতা এমন একটি বই যেখানে বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে। গীতা অনুসরণ করে অনেক বড় সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহ শুক্রবার কুরুক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গীতা জয়ন্তী উৎসবে একথা বলেছেন। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর কুরুক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর তাঁকে স্বাগত জানান।

শুক্রবার কুরুক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গীতা জয়ন্তী মহোৎসবে আয়োজিত সন্ত সম্মেলনে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহ।

ভাষণে তিনি বলেন, পাঁচ হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্রের পবিত্র পৃথিবীতে ভগবান কৃষ্ণ ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য গীতা প্রচার করে সমগ্র মানবতার জন্য একটি নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। আমরা যদি গীতার জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে সফল হই তাহলেই কোনও যুদ্ধ হবে না। তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে এখানে এসেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী গীতা প্রচারের জন্য একটি বার্তা দিয়েছিলেন।

হরিয়ানার মনোহর সরকার এবং স্বামী জ্ঞানানন্দজি মহারাজ অনেক দেশে গীতা জয়ন্তীর একটি দুর্দান্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানটি এখন আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে বলেও এদিন উল্লেখ করেন অমিত শাহ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বিজেপির আস্থা সংস্কৃতির প্রচার করে। গত নয় বছরে, কেন্দ্র এবং হরিয়ানার সরকার কেবল গীতার শিক্ষা অনুসরণ করে সরকারী কার্যই পরিচালনা করেনি বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বকে আরও জোরদার করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭০ ধারা সমাপ্ত করেছে এবং কাশ্মীরকে চিরতরে ভারতের একটি অংশ করেছে।

হরিয়ানা সরকার প্রথমে কেন্দ্রের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করেছে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর এদিন ওই অনুষ্ঠানে বলেন, কয়েক হাজার বছর আগে করা গীতার বাণী আজও চিরন্তন। ২০১৬ সালে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠান এখন একটি আন্তর্জাতিক বিন্যাস ঘটেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর দেশে কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র তৈরি করেছিলেন।

জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা মামলা : বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ নয়, জানাল আদালত

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : হাই কোর্টের রায়ের স্বস্তিতে বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভায় জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার দ্বিতীয় মামলায় অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও রকম পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। বছর শেষের ছুটির মধ্যে ওই বিধায়কদের কোনও নোটিস দিয়ে ডাকতে পারবে না তদন্তকারিরা। একই ইস্যুতে দায়ের অপর মামলার সঙ্গেই ১০ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি হবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে।শুক্রবার এমনই জানিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট।

এনিয়ে মামলাকারিদের আইনজীবী দাবি করেন, তদন্ত স্থগিত করার জন্য। রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, যেহেতু এই ইস্যুতে দায়ের করা আগের মামলায় সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ডিভিশন বেঞ্চে। সেই শুনানি এখনও না হওয়ায় এই মামলা আপাতত না শোনার আবেদন করে রাজ্য। যদিও আদালত জানিয়ে দিয়েছে, তদন্ত চললেও এই সময়ের মধ্যে বিধায়কদের ডাকা বা তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাবে না।

গত ৭ ডিসেম্বরের শুনানিতে বিধানসভায় ধরনা কর্মসূচির ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখেছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তিনি বলেছিলেন, "যে ক্যামেরার ফুটেজ আমি দেখতে পাচ্ছি সেখানে শুধু শাসকদলের ফুটেজ দেখতে পাচ্ছি। আর কারও জমায়েত দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে বিজেপি বিধায়করা জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পাবেন কী করে?" রাজ্যের সওয়াল ছিল, "ওটা অন্য ক্যামেরায় আছে।"

এর পর রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতির প্রশ্ন ছিল, "হঠাৎ করে জাতীয় সঙ্গীত শুরু হলে কি বিছানায় শুয়ে থাকা বয়স্ক লোক লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে? দেশকে সম্মান জানানোর জন্য জাতীয় সঙ্গীত? নাকি অপর পক্ষকে ফাঁসানোর জন্য? ৯০ শতাংশ শারীরিক সক্ষমতা হারানো জওয়ানের মাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে এফআইআর করেনি পুলিশ, এখানে করেছে। ভালো।" সওয়াল জবাব শোনার পর আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিল হাই কোর্ট।

ঘটনার সূত্রপাত ২৯ নভেম্বর। সেদিন বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।

এমনকী জাতীয় সঙ্গীত শুরু হলেও তাঁরা বিক্ষোভ থামাননি বলে অভিযোগ তোলে তৃণমূল। মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। সেই সময় অপর মামলাটিতে ১০ বিধায়ককে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তদন্তের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে আচমকা আগুন লেগে গেল বিলাসবহুল গাড়িতে, বন্ধ চলাচল

হাওড়া, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতেই আচমকা আগুন লেগে গেল বিলাসবহুল গাড়িতে। গাড়িতে দু'জন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আচমকা এই ঘটনায় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। সূত্রের খবর, হাওড়া থেকে কলকাতার অভিমুখে যাওয়ার পথেই গাড়িটিতে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তেই রাস্তায় থাকা অন্যান্য পথচারীদের মধ্যেও ব্যাপক আতঙ্ক ছাড়া। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। অফিস ফেরত যাত্রীর ভিড় বাড়তে শুরু করেছে রাজপথে। হাওড়া ব্রিজ থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, সর্বত্রই অবস্থাটা এক। রাস্তার দুই ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় গাড়ি। খবর যায় দমকলে। এলাকায় ছুটে আসেন দমকল কর্মীরা। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। কিন্তু, কী করে আচমকা গাড়িতে আগুন লাগলো তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তবে এখনও পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, গাড়িতে দু'জন যাত্রী ছিলেন। কিন্তু, তাঁরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িতে আগুন লেগে যায়। যদিও ততক্ষণে তাঁরা দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। ফলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। এদিকে সেতুর উপর যে জায়গায় গাড়িতে আগুন লাগে তার কিছুটা দূরেই ছিল একটি তেলের ট্যাঙ্কার। তাই আগুন লাগার খবর ছড়াতেই আরও ভয় বাড়ে অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে। সকলের চোখের সামনেই বিকট শব্দ করে এক এক করে ফাটতে থাকে গাড়ির চাকাগুলি। যদিও এ ঘটনায় দমকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অনেকে। অনেকেই বলছেন ঘটনার পরেই খবর গেলেও দমকল আসতে অনেকটাই দেরি করে।-

জম্মুর রাজৌরি হামলার এলাকায় এনআইএ দল

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) দল শুক্রবার জম্মুর রাজৌরি জেলার ঘন জঙ্গল এলাকায় গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে নিরাপত্তা কর্মীরা সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

একদিন আগে বৃহস্পতিবার জম্মুর রাজৌরি জেলার ওই এলাকায় হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। ওই এলাকায় সেনাবাহিনীর দুটি গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। এই হামলার ফলে পাঁচজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। দুজন জওয়ান আহত হয়েছিলেন। যে স্থানে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালিয়েছিল সেই এলাকাটি পাহাড়ি এলাকা, সেখানে ঘন জঙ্গল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখনও সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে।

বালির ঘাটকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা চোপড়ায়

চোপড়া, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার চিতলঘাটা এলাকায় বালির ঘাটকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার এই ঘটনায় উভয়পক্ষের কয়েকজন জখম হয়েছেন। জখমদের মধ্যে একজনকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। পরে তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনায় জখম বাকি ৪ জনের বেসরকারিভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতলঘাটা এলাকায় অতি সম্প্রতি একটি বালির ঘাট চালু হয়েছে। ঘাট মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অন্যের জমির উপরে বালি জমা করা ও গাড়ি যাতায়াত করার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে গেলে এদিন গ্রামের কয়েকজন হামলার শিকার হয়েছেন। যদিও ওই ঘাটের মালিকপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঘাট মালিকের পক্ষে রাহি মাসুমের বক্তব্য, 'ঝামেলার ঘটনায় বালির ঘাটের যোগ নেই। জমি নিয়ে এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যেই মারপিটের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।'

চোপড়া থানার আইসি সঞ্জয় দাস বলেন, 'জমি নিয়ে মারপিটের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুপুর পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ আসেনি। ঘটনার ওপর পুলিশের নজরদারি রয়েছে।'

রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-য়ের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দলের সভাপতি এইচ ডি দেবগৌড়ার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের একদিন পরে তিনি এদিন রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকের পরে কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং জনতা দলের (ধর্মনিরপেক্ষ) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনের আশ্বাসের জন্য রাজনাথ সিংকে ধন্যবাদ জানান। এই বছরের মে মাসে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের পরে বিজেপি এবং জেডি(এস) কর্ণাটকে জোটের ঘোষণা করেছিল। তাদের আশা ২০২৪ সালের নির্বাচনের জন্য তারা এখনও ২৮টি লোকসভা আসনে তাদের নিজ নিজ আসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে টানা তৃতীয় মেয়াদে কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রাখবে। এছাড়াও তারা চায় বিজেপি রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক দলের সমর্থন লাভ। বৃহস্পতিবার, কুমারস্বামীর বাবা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া, কুমারস্বামীর ভাই এইচ ডি রেভান্না এবং ভাইপো প্রজওয়াল রেভান্নার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেখা করেন। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য দুটি দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

নিয়োগ জট কাটার ইঙ্গিত ! ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সুখবর আশা করছেন চাকরিপ্রার্থীরা

কলকাতা, ২২ডিসেম্বর (হি. স.) : শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দ্বিতীয় বৈঠকে নিয়োগ জট কাটার ইঙ্গিত পেলেন এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার বিকাশ ভবনের বৈঠকে ডেডলাইনও স্থির হল। আগামী ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার মত কোনও 'সুখবর'-এর আশা দেখছেন প্রার্থীরা। যদিও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গলায় কিন্তু অন্য সুর। সাফ বললেন, নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ আমি এখনই বলতে চাইছি না, বলতে পারছি না। মধস্থতাকারী তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ জানান, এদিনের আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। সবাই মিলে সেই জটিলতা কাটানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে ওই দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও কুণাল ঘোষের সঙ্গে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠক চলে। তা শেষ হওয়ার পর বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তাঁরা। বৈঠক যে ফলপ্রসূ হয়েছে, তা স্পষ্ট হয় তাঁদের শরীরী ভাষায়। চাকরিপ্রার্থী রাসমনি পাত্র, শহিদুল্লারা জানান, আগামী ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগ জট কাটানোর ডেডলাইন ঠিক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই কাজে তৎপর প্রশাসন। যোগ্যতার ভিত্তিতে দ্রুত চাকরি হবে বলেই আশাবাদী তাঁরা।

মতিউর রহমানের বক্তব্য, "ডেট পেয়েছি, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে একটা জায়গায় যাব। আমরা আশা করছি এর মধ্যে ভালো ফল পাব। নিয়োগ পাব বলে আশা করছি। আইনি জটিলতা কীভাবে কাটবে সেটা সরকার দেখবে। আমরা একটা ডেডলাইন পেয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ এসেছে এই সময়ের মধ্যেই জটিলতা কাটানোর জন্য। আসলে যোগ্য, সঠিক প্রার্থী। ওয়েটিং লিস্টে থাকলেই চাকরি। যাঁদের সব ঠিক আছে। যাঁরা যোগ্য, তাঁরা পাবেন। শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছি। এর আগেও সমাধান হয়ে যেতে পারে। আমরা সব জানিয়েছি। আমরা সাধারণ চাকরিপ্রার্থীদের জন্য কথা বলেছি। ততদিন পর্যন্ত আমরা ধরনা চালিয়ে যাব।"

দ্রুত জট খুলবে বলে আশাবাদী মন্ত্রী। বৈঠকের পর ব্রাত্য বসি জানান, আলোচনা সদর্থক হয়েছে। তিনি সাফ জানান, নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ আমি এখনই বলতে চাইছি না। নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ এখনই বলতে পারবো না। ওরা চাইছিলেন একটা দিনক্ষণ দেওয়া হোক তাই সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। আইনিই প্রক্রিয়া ঠিক রেখে নিয়োগ দেওয়া যায় সেটা দেখা হচ্ছে। তবে আন্দোলনকারীদের দাবি ন্যায্য। তবে জট যে শীঘ্রই কাটতে চলেছে সে বিষয়ে আশাবাদী শিক্ষামন্ত্রী।

মধস্থতাকারী তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ জানান, এদিনের আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। সবাই মিলে সেই জটিলতা কাটানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে ওই দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, এর মধ্যে যদিও নতুন করে আর কোনও আইনি জটিলতা না সামনে আসে তাহলে কিছুটা সুরাহা হবে বলে মনে হয়। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তিনি এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চান। চাকরিপ্রার্থীরা জানান, তাদের আন্দোলন যথারীতি চলবে।

এদিকে, বিকাশভবনে এসএলএসটি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যখন মন্ত্রীর বৈঠক চলছে তখনই বাইরে ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার্থীরা নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশ লাঠি চালায় বলে অভিযোগ। তাতে কয়েকজন আন্দোলনকারী জখম হন। আবার আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা হাজরায় বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের লক্ষ্য ছিল কালীঘাটের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি। পুলিশ তাঁদেরও বাধা দেয়। সেখানেও দু তরফের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের দলের মধ্যে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি উৎসাহ রয়েছে : নীতিন নবীন

রায়পুর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই-য়ের দলের মধ্যে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি উৎসাহ রয়েছে, শুক্রবার একথা বলেন বিজেপির সহ-ইনচার্জ নীতিন নবীন। মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার ছত্তিশগড়ের রায়পুরে আসেন বিজেপির সহ-ইন-চার্জ নীতিন নবীন। রায়পুরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একথা উল্লেখ করেন।

বিজেপির সহ-ইন-চার্জ নীতিন নবীন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের দলের মধ্যে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি উৎসাহও রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মোদীর গ্যারান্টির মাধ্যমে আমরা যে ইশতেহার নিয়ে এসেছি তার মাধ্যমে অটল বিহারীর স্বপ্নের ছত্তিশগড় গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সেই ধারণা পূরণে কাজ করবে বিষ্ণুদেও সাইয়ের দল। ছত্তিশগড়ের সেবা, উন্নয়নের গতি বাড়ানো এবং দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা আনার জন্য আমরা যে সংকল্প নিয়েছি তা নিয়ে কাজ করা হবে। এদিন নতুন রাজ্য সভাপতি কিরণ দেবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন নীতিন নবীন। তিনি এদিন আরও বলেন, যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে তাকেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি সংগঠনের প্রতিটি স্তরে কাজ করেছেন। আমরা আমাদের নিজস্ব টিম তৈরি করব যা সংগঠন ও সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয় করে কাজ করবে। তাঁর মন্ত্রিসভা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, বিজেপি প্রথম থেকেই বলছে যে আমরা সবাইকে জায়গা দিই। আমরা নতুনদেরও সুযোগ দিই। বিজেপির ওয়ার্কআউটে এই জিনিসগুলি সামনে রাখা হয়েছে।

বিচারপতি অনুপস্থিত থাকায় পিছিয়ে গেল অভিষেকের সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : পিছিয়ে গেল তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ের উৎস সংক্রান্ত মামলার শুনানি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে শুক্রবার শুনানির কথা থাকলেও বিচারপতির অনুপস্থিতিতে শুনানি হয়নি।

গত ২০ ডিসেম্বর অভিষেকের আয়ের উৎস সংক্রান্ত মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলা ডিভিশন বেঞ্চের বিবেচনাধীন হওয়ায় তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিলে তবেই তিনি ঠিক করবেন মামলাগুলি বৃহস্পতিবার শোনা হবে কি না। ফলে মামলা পিছিয়ে যায় বৃহস্পতি ও শুক্রবারে। শুক্রবারও বিকেল ৪টে নাগাদ মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি সিনহা এদিন এজলাসে না বসায় মামলাটির শুনানি হয়নি। আদালত সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে গেল মামলা। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের পর থেকে কীভাবে সম্পত্তির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে অভিষেকের? তাঁর উৎস কী? জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতিকে ইডি জানিয়েছিল, অভিষেক ৫,৫০০ পাতার নথি জমা দিয়েছেন। তাঁরা এর উত্তর খতিয়ে দেখছেন। ইডির এই জবাব শুনেই বিচারপতি বলেছিলেন, 'যে পরিমাণ নথি জমা পড়েছে, তা ইঙ্গিত দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির। ওই নথি অনুযায়ী যে সম্পত্তি কেনা বা লেনদেন হয়েছে, তা কি খুঁজে দেখেছেন আপনারা? আদালত যা জানতে চাইছে, তা কি খুঁজে দেখেছেন? আয়ের উৎস খুঁজে দেখেছেন? আইন আপনাদের ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই তো আপনাদের তদন্তের মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত।'

কোচবিহারে সরকারি বাসে আগুন

কোচবিহার, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার-১ এর শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়ির কাছে যাত্রীবোঝাই এনবিএসটিসি বাসে আগুন লাগে। শুক্রবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। এদিন বাসের ইঞ্জিনে হঠাৎ করে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বাস থামিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। বাসটি মাথাভাঙা থেকে কোচবিহারের দিকে আসছিল। ঘটনায় যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছেন।

এদিন খবর পেয়ে এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থপ্রতীম রায় নিউ বাসস্ট্যান্ডে আসেন। কেন এমনটা হল তা নিয়ে মেকানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেন।

শুক্রবার প্রতি ঘরে সুশাসন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পুলিশে মাধ্যমিক পাশদের ২৬,১৪৬ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় পুলিশে জিডি পদে চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যওয়ারি শূন্যপদের সংখ্যা ঘোষণা করা হয়েছে। আবেদনের আগে বিষয়টা তেমন জরুরী না হলেও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তা আবশ্যক। বিষয়টি জানার জন্য অনেকেরই ইচ্ছে রয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত অংশ এখানে প্রকাশ করা হলো। কেন্দ্রীয় পুলিশে চাকরির জন্য অবশ্যই অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরেই ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। সারা দেশের সাত বাহিনীতে মাধ্যমিক যোগ্যতায় ২৬,১৪৬ কনস্টেবল, রাইফেলম্যান নিয়োগ করা হচ্ছে। বাছাই প্রক্রিয়ার ধাপ চারটি। প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, পরে পিইটি এবং পিএসটি। সবশেষে মেডিক্যাল টেস্ট। কিন্তু সবার আগে যা প্রয়োজন, সেটা হলো সঠিকভাবে দরখাস্ত করা। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ যেমন সহজ, তেমনি নিশ্চিত। রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পাসওয়ার্ড সমস্ত কিছুই দেয়া হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে বলেই, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে অনলাইনে নিখুঁতভাবে ফিলাপের কথা বলা হচ্ছে। মোদ্দাকথা, ত্রিপুরা সহ সারা দেশ থেকে ২৬,১৪৬ কনস্টেবল ও রাইফেলম্যান (পুরুষ ও মহিলা) নেয়া হবে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীগুলিতে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য এবারও পরীক্ষা নেবেন এস এস সি বা স্টাফ সিলেকশন কমিশন। মূল মাইনে কেন্দ্রীয় পে কমিশন মোতাবেক ২১,৭০০ - ৬৯,১০০ টাকা বেতনক্রম অনুসারে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সারা দেশে ছড়িয়ে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীগুলির ৭টি শাখা যেমন বিএসএফ, সিআরপিএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ, আইটিবিপি, এসএসএফ ও আসাম রাইফেলসের জন্য মোট ২৬,১৪৬ পদে নিয়োগের মধ্যে ত্রিপুরা থেকেও বেশ কিছু শূন্যপদে নিয়োগ হবে। এর মধ্যে জেনারেল, এসসি, এসটি ও ওবিসি পর্যায়ের পদ পৃথক পৃথকভাবে রয়েছে। মেয়েদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু পদ। এসএসসি'র পক্ষ থেকে রাজ্যভিত্তিক কোটা ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। তবে অনলাইনে কাজ শুরু আগে নির্ধারিত মাপে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেয়াও সুবিধাজনক। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। অনলাইনে দরখাস্তের নিয়মকানুন সাইটেই বুঝে নিতে পারবেন। এককথায় অনলাইনে (ইন্টারনেটে) দরখাস্ত পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠানো, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস, পদ্ধতি এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড) ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে সারা দেশের হিসেবে মোট ২৬,১৪৬ শূন্যপদের মধ্যে পুরুষ - ২৩ হাজার ৩৪৭ জন। এর মধ্যে এসসি - ৩৩৩৪ জন, এসটি - ২৩৫৪ জন, ওবিসি - ৪,৭৭৬ জন, ইডব্লিওএস (অর্থনৈতিক অনগ্রসর) - ৩২৫৭ জন, অসংরক্ষিত - ৯৬২৬ জন। একইভাবে মহিলা শূন্যপদ ২ হাজার ৭৯৯ জনের মধ্যে এসসি - ৪০৮ জন, এসটি - ২৪৮ জন, ওবিসি - ৫৮৪ জন, ইডব্লিওএস (অর্থনৈতিক অনগ্রসর) - ৩৭৬ জন, অসংরক্ষিত - ১১৮৩ জন। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে একাধিক দিনে। তবে কবে থেকে শুরু হবে, তা কিন্তু এখনও স্থির হয়নি। তবে প্রার্থীদের অবশ্যই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা অর্থাৎ ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এর জন্য অবশ্য এসএসসি'র তরফ থেকে উপযুক্ত প্রার্থীদের ঠিকানায়, ই-মেলে, ফোন নম্বরে এসএমএস-এর মাধ্যমে যথাযথ সময়ে কল লেটার বা এডমিট কার্ডের কথা জানানো হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হলে তবেই ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট অর্থাৎ দৌড় পরীক্ষার জন্য ডাক পাবেন। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় আবার নির্দিষ্ট দূরত্বের দৌড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারলেই সফল হবেন। এর পর ডাকা হবে শারীরিক মাপজোকের বিষয় নিশ্চয়তার জন্য। সফল প্রার্থীদের আবার সবশেষে মেডিক্যাল টেস্ট নেয়া হবে। সার্বিকপরীক্ষার শেষে মেধার ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা ঃ অন্তত মাধ্যমিক পাশ। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ মাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীরা নিচের মতো শারীরিক মাপঝোক থাকলে এবং ০১-০১-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৩ এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২-১-২০০১ থেকে ১-১-২০০৬-এর মধ্যে। ওবিসিদের জন্য ৩ বছরের এবং এস সি / এস টি-দের জন্য ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। মাধ্যমিক পাশের পর আইটিআই, কম্পিউটার, টাইপ রাইটিং ইত্যাদির কোনও প্রয়োজন নেই। অন্তত মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করতে পারেন। উচ্চ শিক্ষিতরাও আবেদনের যোগ্য। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়ে থাকলে তবেই আবেদন করা যাবে। প্রার্থীবাছাই হবে প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা। সময় এক ঘন্টা। মোট নম্বর ১৬০, প্রশ্নও থাকবে ৮০টি। প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান দুই। থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল নলেজ এন্ড জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, এলিমেন্টারি ম্যাথ, ইংলিশ/হিন্দি। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতি ২টি ভুলের জন্য ১ নম্বর করে খোয়াতে হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই মেধাতালিকা তৈরি হবে, কোনও ইন্টারভিউ বা স্কিল টেস্ট নেই। সফল প্রার্থীদের ডাকা হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায়। এতে ছেলেদের জন্য থাকবে ৫ কিমি. দৌড়, ২৪ মিনিট সময়ের মধ্যে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১.৬ কিমি দৌড়, সময় সাড়ে ৮ মিনিট। এতে সফল হলে শারীরিক মাপজোপ খতিয়ে দেখা হবে। সব শেষে হবে মেডিক্যাল টেস্ট। শারীরিক মাপঝোক হতে হবে ঃ ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২.৫ সেমি, বুকের মাপ না ফুলিয়ে ৮০ সেমি। ৫ সেমি প্রসারিত করার সক্ষমতা থাকতে হবে। তফশিলি উপজাতিভুক্ত (একমাত্র এস টি) পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭ সেমি। বুকের মাপ না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি। ৫ সেমি প্রসারিত করার সক্ষমতা থাকতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫২.৫ সেমি। তফশিলি উপজাতিভুক্ত (একমাত্র এস টি) মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৪৭.৫ সেমি। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলায় (কোড নং ৫৬০১)। সফল প্রার্থীদের ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট অর্থাৎ দৌড় পরীক্ষা এবং শারীরিক মাপজোকের জন্য কোথায় এবং কবে ডাকা হবে তা কিন্তু স্থির হয়নি। পরবর্তী সময়ে যথারীতি জানানো হবে।

অনলাইনে ১,৭৮৫ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেলে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১০,০০০টি হলেও সাউথ-ইস্টার্ণ রেল বা দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েতে ১,৭৮৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা সাউথ-ইস্টার্ণ রেলওয়ে বা দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর, সাতরাগাছি, চক্রধরপুর, টাটা, সিনি, বন্ডামুন্ডা, আদ্রা, রাঁচী ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১০,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৪-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -এসইআর/ পি-এইচকিউ/ আরআরসি/ পিইআরএস/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ২০২৩-২৪। তারিখ ২৯ নভেম্বর, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — খড়গপুর ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮২টি, ওবিসি'র জন্য ৯৮টি, এসসি'র জন্য ৫৩টি, এসটি'র জন্য ২৭টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সাতড়াগাছি ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮টি, ওবিসি'র জন্য ১০টি, এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। চক্রধরপুর ডিভিশনে মোট আসন ৯৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৭টি, ওবিসি'র জন্য ২৫টি, এসসি'র জন্য ১৩টি, এসটি'র জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। টাটা ডিভিশনে মোট আসন ৭২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৭টি, ওবিসি'র জন্য ১৯টি, এসসি'র জন্য ১০টি, এসটি'র জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সিনি ডিভিশনে মোট আসন ১০০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৫১টি, ওবিসি'র জন্য ২৫টি, এসসি'র জন্য ১৭টি, এসটি'র জন্য ৭টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। বন্ডামুন্ডা ডিভিশনে মোট আসন ৫০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৪টি, এসসি'র জন্য ৬টি, এসটি'র জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। আদ্রা ডিভিশনে মোট আসন ৬৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৩টি, ওবিসি'র জন্য ১৮টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য ডিভিশন, ওয়ার্কশপ, ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৮৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, এমবিএ, সিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা/ গুয়াহাটিতে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার, ডেপুটি অফিসার (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, সিএ, সিএমএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ভারতীয় রেল),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর,,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর, একাউন্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট (টি.আর.এল.এম),**
শূন্যপদ ঃ ৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফ্লাইং এন্ড গ্রাউন্ড ডিউটি (এয়ারফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৩১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ২০-২৬ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডিউটি অফিসার (বহিঃরাজ্যে এয়ার পোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৮৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল জি.ডি. (কেন্দ্রীয় পুলিশ),**
শূন্যপদ ঃ ২৬,১৪৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **চার্জম্যান, ট্রেডসম্যান (ইন্ডিয়ান নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৯১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ওভারম্যান, সুপারভাইজর (কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ২৮ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (এনটিপিসি),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ১৬০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে নেভিতে ৯১০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় নৌবাহিনীতে চার্জম্যান, ট্রেডসম্যান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু। ৯১০ জন চার্জম্যান, ড্রাফ্টসম্যান, ট্রেডসম্যান পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, পরবর্তী সময়ে তা জানানো হবে।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ৩১-১২-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। এঁদের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সিভিলিয়ান এন্ট্রান্স টেস্ট অর্থাৎ ইনসেট-০১/২০২৩ এর মাধ্যমে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন-এর ভিত্তিতে। দেড় ঘন্টার কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় মোট নম্বর ১০০, প্রশ্নও থাকবে ১০০টি। প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান এক। থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই মেধাতালিকা তৈরি হবে। সফল প্রার্থীদের ডাকা হবে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র এবং নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের সম্ভাব্য নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। অফলাইনে অর্থাৎ ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি এখন থেকে বাতিল করা হয়েছে। কেবলমাত্র অনলাইনেই দরখাস্ত পাঠাতে হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণ করতে পারবেন। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হলে, আপনার ইমেল ঠিকানা ও মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করা এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠানোর পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূন্যপদগুলো হলো, চার্জম্যান (এমিউনিশন ওয়ার্কশপ) ২২টি, চার্জম্যান (ফ্যাক্টরি) ২০টি, সিনিয়র ড্রাফ্টসম্যান (ইলেকট্রিক্যাল) ১৪২টি, সিনিয়র ড্রাফ্টসম্যান (মেকানিক্যাল) ২৬টি, সিনিয়র ড্রাফ্টসম্যান (কনস্ট্রাকশন) ২৯টি, সিনিয়র ড্রাফ্টসম্যান (কার্টোগ্রাফিক) ১১টি, সিনিয়র ড্রাফ্টসম্যান (আর্মনেন্ট) ৫০টি, ট্রেড এপ্রেন্টিস শূন্যপদ ৬১০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৫৪টি, ওবিসি'র জন্য ১২৭টি, এসসি'র জন্য ১০১টি, এসটি'র জন্য ৬৬টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬২টি এবং ৫৯টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সমস্ত পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, ছাড়, ইত্যাদি দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। বয়স হতে হবে ৩১-১২-২০২৩-এর হিসেবে চার্জম্যান ও এপ্রেন্টিস-এর ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। অন্য ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে চার্জম্যান ও ড্রাফ্টসম্যানের ক্ষেত্রে ডিফেন্স পে মেট্রিক্সের লেভেল সিক্স অনুযায়ী ৩৫,৪০০ - ১১২,৪০০ টাকা। এছাড়া, ট্রেড এপ্রেন্টিস -এর ক্ষেত্রে ডিফেন্স পে মেট্রিক্সের লেভেল-৭ অনুযায়ী ১৮,০০০ - ৫৬,৯০০ টাকা।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কে অর্থাৎ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, এমবিএ, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা/ গুয়াহাটিতে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে **ডেপুটি ম্যানেজার, ডেপুটি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, সিএ, সিএমএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেলের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর,, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে টি.আর.এল.এম-এর তত্বাবধানে **ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর, একাউন্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারফোর্সে **ফ্লাইং এন্ড গ্রাউন্ড ডিউটি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৬ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু।

* বহিঃরাজ্যে এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **ডিউটি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় পুলিশে **কনস্টেবল জি.ডি.** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬,১৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় নৌবাহিনীতে **চার্জম্যান, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকে **ওভারম্যান, সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টিল অথরিটি-তে **ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ২৮ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এনটিপিসি-তে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * আই.ও.সি.এল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার লক্ষ্মী নায়ারণ বাড়িতে শুরু হয় শিবযজ্ঞ পুজার। ছবি- নিজস্ব।

রাহুল গান্ধী অপরিণত, অ-গম্ভীর এবং অগণতান্ত্রিক : অনুরাগ ঠাকুর

চেন্নাই, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে অপরিণত বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগের মতে, রাহুল গান্ধী অ-গম্ভীর এবং অগণতান্ত্রিকও। শুক্রবার চেন্নাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী অপরিণত, অ-গম্ভীর এবং অগণতান্ত্রিক। সদনের ভিতরে হোক অথবা বাইরে, এটা লজ্জাজনক।'

অনুরাগ আরও বলেছেন, 'হয় তাঁর কাজে অথবা কথাবার্তায়, একাধিকবার সমালোচিত হয়েছেন তিনি। রাহুল গান্ধী যা করেছেন তার জন্য দেশ ক্ষমা করবে না। একজন সাংসদ যদি কোনও কুকর্ম করে থাকেন, তাহলে তার সঙ্গে যোগ না দিয়ে তাকে থামানো উচিত ছিল... ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে তারা অভিযোগ করছে।'

ময়নাগুড়িতে গোরু পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ, আটক ২ পাচারকারী

জলপাইগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): কুয়াশার আড়ালে গোরু পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ। পাচারের আগেই ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের হাতে আটক হল দুই ব্যক্তি। তাদের নাম সুবোধ বর্মণ ও অমূল্য রায়। বাড়ি কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ধাওয়া করে আটক করে পাচারকারীদের পিকআপ গাড়ি। উদ্ধার হয়েছে মোট সাতটি গোরু। বৃহস্পতিবার রাতে ময়নাগুড়ি থানায় খবর আসে যে একটি গাড়িতে গোরু পাচার হচ্ছে। সেই খবর পেয়ে ভোটপট্টি এলাকার সার্ক রোডে দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশ। সেখানে সন্দেহজনক গাড়িটি দেখতে পায় পুলিশ। হাত দেখিয়ে গাড়িটিকে থামতে বললে সেটি পালানোর চেষ্টা করে। এরপর পিছু নিয়ে সেই সেই গাড়িটিকে আটক করে পুলিস। জানা গিয়েছে, ওই গাড়িটি চ্যাংড়াবান্ধার দিকে যাচ্ছিল।

রবীন্দ্র সরোবরে অস্বাভাবিক মৃত্যু বৃদ্ধের, উলুবেড়িয়ায় পুকুরে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার সাতসকালে রবীন্দ্র সরোবরে প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায় (৬৭)। তাঁর বাড়ি রবীন্দ্র সরোবর এলাকাতেই। জানা গিয়েছে, হাঁটতে হাঁটতে আচমকাই পড়ে যান তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, তিনদিন পর বাড়ির সামনের পুকুর থেকেই উদ্ধার হল নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে উলুবেড়িয়ার কালীনগর এলাকার আড্ডি মোড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম হারাধন দাস (৫৩)। উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ

কাশ্মীরে নিহত জওয়ানের সংখ্যা বেড়ে ৫, পুঞ্চ ও রাজৌরির জঙ্গলে জোরদার অভিযান বাহিনীর

শ্রীনগর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলার সীমানায় সেনার ট্রাকে বৃহস্পতিবারের জঙ্গি হামলার ঘটনায় গুলিবিদ্ধ আরও দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে ওই নাশকতায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজৌরির ডেরা কি গলি অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময়ে ৪৮ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের একটি জিপ এবং ট্রাকের উপরে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। সেনা সূত্রের খবর, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং গ্রেনেড লঞ্চার ব্যবহার করে জঙ্গিরা।

সুরনকোট থানার অধীন বাফলিয়াজ থেকে রাজৌরির দিকে যাচ্ছিল সেনার গাড়ি দু'টি। বাফলিয়াজ এবং ডেরা কি গলির মাঝের পাহাড়ঘেরা অঞ্চলে গভীর অরণ্য রয়েছে। তারই সুযোগ নেয় জঙ্গিরা। টোপা পীর অঞ্চলের কাছে একটি সঙ্কীর্ণ পাহাড়ি বাঁকের মুখে সেনার জিপ এবং ট্রাকের উপরে হামলা চালানো হয়। বাঁকের মুখে গাড়ির গতি কমতেই ধেয়ে আগে গুলি এবং গ্রেনেডের ঝাঁক। ভয়াবহ এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন জওয়ান, এছাড়াও দুজন জওয়ান আহত হয়েছেন। এই হামলার দায় নিয়েছে লস্কর ই তইবার শাখা সংগঠন দ্য পিপলস অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট (পিএএফএফ)। এদিকে, পুঞ্চ ও রাজৌরির জঙ্গলে জঙ্গিদের খোঁজে জোরদার অভিযান জারি রয়েছে সুরক্ষা বাহিনীর।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরে হাজরা মোড়ে চাকিরপ্রার্থীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : হাজরা মোড়ে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরেই আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হতেই পুলিশ তা তুলে দিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁদের টেনেহিঁচড়ে ভ্যানে তোলা হয়। অশান্তকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পৌঁছে গেলেন চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরেই রাস্তার উপরে বসে, শুয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে নিয়োগের দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন বিক্ষোভকারীরা। নিয়োগের দাবিতে তাঁরাও শহিদ মিনারের কাছে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি নীচে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছিলেন। সেই কর্মসূচির ৫৫৫ তম দিনে এ দিন হাজরায় বিক্ষোভ দেখানোর কথা ছিল ওই চাকরিপ্রার্থীদের। হাজরা মোড়ের এই কর্মসূচি অবশ্য পূর্ব নির্ধারিতই ছিল।

আচমকা এই ঘটনায় প্রাথমিক ভাবে পুলিশও হতচকিত হয়ে পড়ে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রিজন ভ্যান নিয়ে এসে চাকরিপ্রার্থীদের কার্যত চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ তাঁদের বাধা দিলে, কেউ কেউ রাস্তায় শুয়ে পড়ে তার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদীদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। পুলিশের লাঠিচার্জে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকার নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। আন্দোলনকারীদের প্রশ্ন, সরকার ধাপে ধাপে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা বাড়াচ্ছে, বিধায়কদের বেতন বাড়াচ্ছে,

কিন্তু নিয়োগ কেন হচ্ছে না? তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা দাবি তুলেছেন, স্বচ্ছ নিয়োগ হোক। তাঁদের যেন আর রাস্তায় বসে অবস্থান বিক্ষোভ করতে না হয়। এদিন চাকরিপ্রার্থীদের হাতে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদনের পোস্টার।

গ্যাস সিলিন্ডার পেতে আধার লিঙ্ক করানোর জন্য চূড়ান্ত হয়রানি, জেলার পাশাপাশি কলকাতাতেও একই অবস্থা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): গ্যাস সিলিন্ডার পেতে আধার লিঙ্ক করানোর জন্য চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে হাওড়া, হুগলি থেকে পূর্ব মেদিনীপুর সর্বত্রই গ্যাস অফিসের সামনে ভোরবেলা থেকেই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে গ্রাহকদের। কেউ ভোর ৪ টে, কেউ ভোর ৫ টায় এসে লাইন দিচ্ছেন। তারপরও ঠিকমতো লিঙ্ক করানো যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছেন অনেকেই। অনলাইনে এই পরিষেবা না মেলায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। গ্যাস সিলিন্ডার কানেকশনের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করাতে কলকাতাতেও দেখা যাচ্ছে লম্বা লাইন। ৩১ শে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালু থাকবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে বিভিন্ন গ্যাস সংস্থার ডিলারদের তরফে। কিন্তু তার পরও উদ্বেগ কাটছে না গ্রাহকদের। ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। গ্যাস সিলিন্ডারের কানেকশনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আধার এই মাসের মধ্যেই। নইলে বড় ক্ষতি হতে পারে, গ্রাহকের এমনটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। ভর্তুকি পেতে গেলে বাধ্যতামূলকভাবে করাতে হবে বায়োমেট্রিক। তার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহকারী সংস্থাগুলি। ঘোষণা করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বায়োমেট্রিক আপডেট না করানো হলে বন্ধ হয়ে যাবে ভর্তুকি। আর তার শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর বলে ধারণা ছিল অনেকের। তাই এই সময়ের মধ্যে বায়োমেট্রিক আপডেট করাতে তাই শেষমুহূর্তে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন শয়ে শয়ে মানুষ। তাই কোথাও সকাল থেকে, কোথাও আবার ভোরের আগে থেকেই গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহকারী সংস্থাগুলির অফিসের সামনে পড়েছে লম্বা লাইন। ব্যতিক্রম নয় কলকাতাও।

নবান্নের সামনে ডিএ ধরনার সময়সীমা কমাল হাই কোর্ট

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) :নবান্নের সামনে ডিএ ধরনার সময়সীমা কমিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে নবান্ন বাস স্ট্যান্ডে ৭২ ঘণ্টা নয়, ৪৮ ঘণ্টা ধরনা কর্মসূচি করা যাবে।

নবান্নের সামনে ডিএ আন্দোলনকারীদের ধরনা ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকেই চড়ছিল উত্তেজনার পারদ। ধরনার জেরে যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অসুবিধা হচ্ছিল পুলিশের। এবার ওই ধরনা কর্মসূচির সময়সীমা কমিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। হাই কোর্ট জানিয়ে দিল, নবান্ন বাস স্ট্যান্ডে ৭২ ঘণ্টার বদলে ৪৮ ঘণ্টা ধরনা কর্মসূচি করা যাবে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই ডিএ'র দাবিতে নবান্নের সামনের ধরনার শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয় হাই কোর্ট। নবান্ন বাসস্ট্যান্ডে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের অবস্থানে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আদালত জানায়, ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর ধরনায় বসতে পারবেন তারা। তবে আদালতের শর্ত ছিল, ৩০০ জনের বেশি একসঙ্গে ওই ধরনামঞ্চে থাকতে পারবেন না।

একইসঙ্গে আদালত জানায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে করতে হবে অবস্থান আন্দোলন। জাতীয় সড়কের ওপর যাতে কোনও প্রভাব না পরে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে বলেও নির্দেশ দেয় আদালত। তবে আজ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে নবান্ন বাস স্ট্যান্ডে ৭২ ঘণ্টা নয়, ৪৮ ঘণ্টা ধরনা কর্মসূচি করা যাবে।

ছত্তিশগড়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত, মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ৯ বিজেপি বিধায়ক

রায়পুর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ৯ জন বিজেপি বিধায়ক। রাজভবনে আয়োজিত এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ৯ জন বিজেপি বিধায়ক শপথবাক্য পাঠ করেছেন। রাজ্যপাল বিশ্বভূষণ হরিচন্দন এদিন ৯ জন বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করান।

এই ৯ জনের মধ্যে ৫ জন এ বছর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথমবারের মতো বিধায়ক হয়েছেন। এই ৯ মন্ত্রীর মধ্যে ব্রিজমোহন আগরওয়াল, রাম বিচার নিতম, দয়াল দাসবাঘেল, কেদার কাশ্যপ, লখনলাল, দেবাঙ্গন, শ্যামবিহারী জয়শওয়াল, ও পি চৌধুরী, লক্ষ্মীরাজওয়ালে প্রমুখ রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই এবং দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও এবং বিজয় শর্মা ইতিমধ্যে ১৩ ডিসেম্বর শপথ নিয়েছেন। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের পর রাজ্যে ১২ জন মন্ত্রী রয়েছেন। মন্ত্রীর একটি পদ এখনও শূন্য রয়েছে।

ছত্তিশগড়ে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৩, আহত ১২

রায়পুর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড় রাজ্যে শুক্রবার সকালে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় ১২ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ছত্তিশগড় রাজ্যের বালোদ জেলার মার্কাটোলা ঘাটে মাহিন্দ্রা ট্রাভেলসের একটি বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনাটি এতটাই মারাত্মক ছিল যে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় এবং ১২ জন আহত হন।

আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় চরমার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জেলা পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব। তিনি জানান, ঘটনাটি ঘটেছে গুরুর থানা এলাকার ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কে। দ্রুতগতির বাসটি রায়পুর থেকে জগদলপুরের দিকে যাচ্ছিল আচমকাই বাসটির সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা লাগে। স্থানীয়রা আহতদের চরমার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুরুর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাসের ভিতরে আটকে থাকা মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়কে বাস-গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। ঘটনার পর বাসের চালক ও কন্ডাক্টর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

সাংসদের বরখাস্ত হল গণতন্ত্রের হত্যা : সিদ্ধারামাইয়া

মাইসোর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : সাংসদের বরখাস্ত হল গণতন্ত্রের হত্যা, শুক্রবার এই মন্তব্য করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া। তিনি এদিন বলেন, লোকসভা এবং রাজ্যসভা থেকে ১৪৬ বিরোধী সাংসদকে বরখাস্ত করা গণতন্ত্রের হত্যা এবং "স্বৈরাচারী প্রবণতা" প্রদর্শন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিষয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে জবাব চাওয়ার জন্য স্থগিতাদেশের প্রতিবাদে কংগ্রেস বেঙ্গালুরুতে একটি বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। এই বিক্ষোভের সময়েই মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিরোধী সদস্যদের দূরে রেখে গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, "গণতন্ত্র কোথায়? গণতন্ত্রে সরকারের উচিত বিরোধী দলের কথা শোনা। এটা তাঁরা বলতে পারে না যে তাঁরা বিরোধীদের কথা শুনবে না। লোকসভা হোক বা বিধানসভা হোক জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্থান দিয়েছে। অধ্যক্ষ বা অন্য কারোরই এটা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, সিদ্ধারামাইয়া শুক্রবার সাংবাদিকদের একথাও বলেন।

ফিরে দেখা ২০২৩
যাঁদের আমরা হারিয়েছি

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : নতুন খ্রিস্টাব্দ প্রায় সমাগত। ২০২৩ শেষ লগ্নে উপস্থিত। গত এক বছরে আমরা অনেক বিশিষ্টজনকে হারিয়েছি। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁরা আলো জ্বালিয়েছিলেন। তাঁদের প্রয়াণে আরও গাঢ় হয়েছে বিষাদের ছায়া। দেখে নেওয়া যাক গত এক বছরে কাঁরা পৃথিবীর মায়া ছেড়ে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন..... দেখে নেওয়া যাক কাদের আমরা হারালাম :

জানুয়ারি

সুমিত্রা সেন : ৩ জানুয়রি প্রয়াত হন রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, পল্লীগীতি এবং বাংলা আধুনিক গানের বিখ্যাত গায়িকা সুমিত্রা সেন (৯০)।

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী : ৮ জানুয়ারি ভোর পাঁচটা নাগাদ প্রয়াগরাজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯।

শরদ যাদব : ১৪ জানুয়ারি প্রয়াত হন ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ যাদব (৭৫)।

জিনা লল্লোব্রিজিদা : ১৯ জানুয়ারি প্রয়াত হন ইতালীর প্রাক্তন অভিনেত্রী, আলোকচিত্র সাংবাদিক ও ভাস্কর লুইজিনা 'জিনা'

লল্লোব্রিজিদা (৯৫)। তিনি ১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত অন্যতম সেরা ইউরোপীয় অভিনেত্রী ছিলেন। এই সময়ে তিনি আন্তর্জাতিক যৌন আবেদনের প্রতীক হয়ে ওঠেন।

বালকৃষ্ণ বিঠলদাস দোশি : ২৪ জানুয়ারি প্রয়াত হন ভারতীয় স্থাপত্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বালকৃষ্ণ বিঠলদাস দোশি (৯৫)। তিনি ছিলেন ভারতে আধুনিকতাবাদী এবং ব্রুটালিস্ট স্থাপত্যের (ন্যূনতম নির্মাণ দ্বারা চিহ্নিত) অগ্রদূত।

ফেব্রুয়ারি

পরিমল দে : ১ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার পরিমল দে (৮১)।

বাণী জয়রাম : ৪ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন 'আধুনিক ভারতের মীরা", প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী বাণী জয়রাম (৭৭)।

বার্ট বাখারাক : ৮ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন ৬ বারের গ্র্যামি ও 'হল অফ ফেম' ফটো কম্পোজার বার্ট বাখারাক (৯৪)।

তুলসীদাস বলরাম : ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন কিংবদন্তি ভারতীয় ফুটবল তারকা তুলসীদাস বলরাম (৮৬)।

জটু লাহিড়ি : ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন হাওড়ার শিবপুরের প্রাক্তন বিধায়ক জটু লাহিড়ি (৮৭)।

পদ্মশ্রী' পণ্ডিত বিজয়কুমার কিচলু : ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাক্তন নক্ষত্র, আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ আকাদেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার, 'পদ্মশ্রী' পণ্ডিত বিজয়কুমার কিচলু (৯২)।

নাজমুল হুদা : ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন বাংলাদেশের প্রাক্তন তথ্য (১৯৯১-'৯৬) ও যোগাযোগমন্ত্রী (২০০১-'০৬) নাজমুল হুদা।

বব রিচার্ডস : ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রাক্তন পোলো ভল্ট খেলোয়ার, রাজনীতিক, ২ বারের (১৯৫২, '৫৬) অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান বব রিচার্ডস (৯৭)।

মার্চ

চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত : ২ মার্চ প্রয়াত হন প্রাক্তন বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত (৮২)।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় : ৩ মার্চ প্রয়াত হন রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনির বিশিষ্ট লেখক, শিশুসাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় (৮২)। তাঁর সৃষ্ট জনপ্রিয়তম কাহিনি 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' সিরিজ।

সত্যব্রত মুখার্জি : ৩ মার্চ প্রয়াত হন প্রাক্তন আইনজীবী ও বিজেপি সাংসদ সত্যব্রত মুখার্জি (৯০)।

সতীশ কৌশিক : গত ৯ মার্চ আচমকা সকলকে ছেড়ে চলে যান অভিনেতা-পরিচালক সতীশ কৌশিক। দিল্লিতে বন্ধুর ফার্মহাউস থেকে ফেরার পথে চলন্ত গাড়িতেই হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যু হয় 'তেরে নাম'-এর পরিচালকের।

এপ্রিল

সেলিম আজিজ দুরাণী : ২ এপ্রিল প্রয়াত হন কাবুলে জন্মগ্রহণকারী আফগান বংশোদ্ভূত প্রথিতযশা ও প্রাক্তন ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সেলিম আজিজ দুরাণী (৮৮)। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৩ সময়কালে ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রবীর ঘোষ : ৭ এপ্রিল প্রয়াত হন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রধান এবং হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রবীর ঘোষ (৭৮)।

কেশব মাহিন্দ্রা : ১২ এপ্রিল প্রয়াত হন মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কেশব মাহিন্দ্রা (৯৯)।

প্রকাশ সিং বাদল : ২৫ এপ্রিল প্রয়াত হন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদ প্রকাশ সিং বাদল (৯৫)। ১৯৭০ থেকে ১৯৭১, ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০, ১৯৯৭ থেকে ২০০২ এবং ২০০৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

রণজিৎ গুহ : ২৮ এপ্রিল প্রয়াত হন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ (৯৯)। ১৯৫৯ সালে তিনি ভারত থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। শেষ জীবনে তিনি ভিয়েনা, অস্ট্রিয়াতে থাকেন।

মে

সমরেশ মজুমদার : ৮ মে প্রয়াত হন শিষ্ট লেখক সমরেশ মজুমদার (৭৯)।

কল্যাণী কাজী : ১২ মে প্রয়াত হন কাজী নজরুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের স্ত্রী এবং নজরুলগীতির গায়িকা কল্যাণী কাজী (৮৭)।

এস পি হিন্দুজা : ১৭ মে প্রয়াত হন হিন্দুজা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এস পি হিন্দুজা (৮৭)। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর লন্ডনে মৃত্যু হয় তাঁর।

বৈভবী উপাধ্যায় : গত ২২ মে হিমাচল প্রদেশে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' ধারাবাহিকের বৈভবী উপাধ্যায়। মাত্র ৩২-এই পথ চলা শেষ হয় পর্দার জ্যাসমিনের।

মিকি জাগতিয়ানি : ২৬ মে প্রয়াত হন 'ল্যান্ডমার্ক' গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মিকি জাগতিয়ানি।

জুন

বনানী ঘোষ : ৭ জুন প্রয়াত হন প্রথিতযশা ভারতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ সেন ও রজনীকান্ত সেন-সহ অন্যান্যদের গানের বিশিষ্ট শিল্পী বনানী ঘোষ ওরফে রুবী।

সিলভিও বের্লুস্কোনি : ১২ জুন প্রয়াত হন ইতালীর প্রাক্তন রাজনীতিবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা এবং মিডিয়া মালিক সিলভিও বের্লুস্কোনি (৮৬)। ২০০৮ থেকে ২০১১, তার আগেও দু'বার তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

পি সি নাম্বুদ্রিপাদ : ২৭ জুন প্রয়াত হন বিশিষ্ট বামপন্থী লেখক ও শিক্ষাবিদ পি সি নাম্বুদ্রিপাদ (১০৩)।

আগস্ট

অম্বরীশ মূর্তি : ৭ আগস্ট প্রয়াত হন লেহতে বাইক ট্রিপে থাকাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অনলাইন আসবাবের দোকান পেপারফ্রাই-র সহ প্রতিষ্ঠাতা অম্বরীশ মূর্তি।

ড. বিকাশচন্দ্র সিং : ১১ আগস্ট প্রয়াত হন পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান ও ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন (ভিইসি) কেন্দ্রের সাহা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক, জাতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, দুর্গাপুরের বোর্ড অব গভর্নরসের চেয়ারম্যান, ভিইসি সেন্টারের হোমি ভাবা চেয়ার অধ্যাপক, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য, 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ' ড. বিকাশচন্দ্র সিংহ (৭৮)।

মহম্মদ হাবিব : ১৫ আগস্ট প্রয়াত হন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় ও অধিনায়ক মহম্মদ হাবিব (৭৩)।

জয়ন্ত মহাপাত্র : ২৭ আগস্ট প্রয়াত হন ইংরেজি কবিতার জন্য প্রথম ভারতীয় সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপক জয়ন্ত মহাপাত্র (৯৩)। তিনি ২০০৯ সালে 'পদ্মশ্রী'তে ভূষিত হন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ২০১৫ সালে তিনি পুরস্কারটি ফিরিয়ে দেন।

সেপ্টেম্বর

স্থবির দাশগুপ্ত : ৫ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন বিশিষ্ট ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য ও রোগতত্ত্বের কাজে সুপরিচিত, জীবন ও ক্যান্সারের উপর বেশ কিছু গ্রন্থের রচয়িতা স্থবির দাশগুপ্ত (৭৪)।

সৌমেন্দু রায় : ২৭ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক সৌমেন্দু রায় (৯১)। সেরা সিনেমাটোগ্রাফির জন্য তিনি তিন বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। তিনি বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে কাজ করার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত হন।

এমএস স্বামীনাথন : ২৮ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক তথা প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথন (৯৮)।

অক্টোবর

আসাদ চৌধুরী : ৫ অক্টোবর প্রয়াত হন বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক আসাদ চৌধুরী (৮০)।

এম এস গিল : ১৫ অক্টোবর প্রয়াত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (১৯৯৬-২০০১) এম এস গিল।পরাগ দেশাই : ২২ অক্টোবর প্রয়াত হন ওয়াঘ বাকরি চা গোষ্ঠীর মালিক তথা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পরাগ দেশাই। অহমেদাবাদে পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় তাঁর।

বিষেন সিং বেদী : ২৩ অক্টোবর প্রয়াত হন প্রথিতযশা প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার, বিশ্বের অন্যতম সেরা লেগ স্পিনার বিষেন সিং বেদী (৭৬)।

ম্যাথু ল্যাংফোর্ড পেরি : ২৮ অক্টোবর প্রয়াত হন প্রাক্তন মার্কিন অভিনেতা, পরিচালক, লেখক, প্রযোজক ম্যাথু ল্যাংফোর্ড পেরি (৪৩)।

নভেম্বর

রাজেশ্বর ভট্টাচার্য : ৩ নভেম্বর প্রয়াত হন খ্যাতনামা প্রাক্তন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও কলকাতার 'রবিমল্লার' সঙ্গীত চর্চাকেন্দ্রের কর্ণধার তথা প্রাণপুরুষ রাজেশ্বর ভট্টাচার্য (৮০)।

নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় : ৩ নভেম্বর প্রয়াত হন অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপিকা, নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৭)।

গৌতম হালদার : ৩ নভেম্বর প্রয়াত হন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম হালদার।

মহম্মদ ইমাদুল হক : ১১ নভেম্বর প্রয়াত হন ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহম্মদ ইমাদুল হক।

বাসুদেব আচারিয়া : ১৩ নভেম্বর প্রয়াত হন প্রবীন সিপিএম নেতা, বাঁকুড়ার ৯ বারের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া (৮১)।

পৃথ্বী রাজ সিং ওবেরয় : ১৪ নভেম্বর প্রয়াত হন ভারতীয় হোটেল ব্যবসায় আমূল বদল আনা পৃথ্বী রাজ সিং ওবেরয় (৯৩)।

সুব্রত রায় : ১৪ নভেম্বর প্রয়াত হন বিতর্কিত উদ্যোগপতি, সহারা গোষ্ঠীর কর্ণধার সুব্রত রায় (৭৫)।

এস এস বদ্রিনাথ : ২১ নভেম্বর প্রয়াত হন শঙ্কর নেত্রালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক এস এস বদ্রিনাথ (৮৩)।

বি শশীকুমার : ২৫ নভেম্বর প্রয়াত হন বেহালাবাদক বি শশীকুমার (৭৩)।

অমল মুখোপাধ্যায় : ২৬ নভেম্বর প্রয়াত হন প্রবীন শিক্ষাবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ অমল মুখোপাধ্যায় (৮৭)।

হেনরি কিসিঞ্জার : ২৯ নভেম্বর প্রয়াত হন জার্মান-বংশোদ্ভূত আমেরিকান যুদ্ধাপরাধী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী, কূটনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতা, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড সরকারদ্বয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার (১০০)।

ডিসেম্বর

জুনিয়র মেহমুদ : গত ৮ ডিসেম্বর ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ৬৭ বছর বয়সি অভিনেতা বর্ষীয়ান কৌতুক অভিনেতা জুনিয়র মেহমুদ। দীর্ঘদিন ধরেই স্টমাক ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি, চলছিল চিকিৎসাও। তবে শেষরক্ষা হয়নি।

দীনেশ ফাড়নিশ : গত ৪ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে চলে গেলেন ৫৭ বছরের অভিনেতা। সিআইডি-র 'ইন্সপেক্টর ফ্রেডি' খ্যাত অভিনেতা দীনেশ ফাডনিশের মৃত্যুতে শোক মুম্বইয়ের টেলিপাড়ায়।

অনুপ ঘোষাল : ১৫ ডিসেম্বর প্রয়াত হন সঙ্গীতশিল্পী এবং তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অনুপ ঘোষাল (৭৮)।

২৯-৩০ ডিসেম্বর আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে দুদিনব্যাপী খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর : যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৯-৩০ ডিসেম্বর আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে দুদিনব্যাপী খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ ডিসেম্বর বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। আজ বিকেলে ভগৎ সিং যুব আবাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, দিব্যাঙ্গদের নিয়ে রাজ্যে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এতে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ৩৬৪ জন অংশ নেবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় দিব্যাঙ্গ দিবসকে কেন্দ্র করে এই গেমসের আয়োজন করা হচ্ছে। দিব্যাঙ্গরা যাতে বিভিন্ন পরিষেবার সুযোগ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে এই গেমস চলাকালীন সময়ে প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে সুশাসন শিবিরেরও আয়োজন করা হবে। খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসে শটপাট, ৫০ মিটার দৌড়, রিং থ্রো, লং জাম্প, দাবা, ক্যারাম, টাগ অব ওয়ার, মিউজিক্যাল বল, মিউজিক্যাল চেয়ার, দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট ও সেভেন সাইড ফুটবল ইভেন্টের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি জোনে ভাগ করে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হবে। নর্থ জোনে থাকবে উত্তর ত্রিপুরা, ধলাই, ঊনকোটি ও খোয়াই জেলা এবং দক্ষিণ জোনে থাকবে পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা।

দক্ষিণ জেলার কুস্তি এসোসিয়েশনের ১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: গ্রাপল্যিং এসোসিয়েশনের পরিব্যাপ্তি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। জাতীয় আসরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছেন রাজ্যের দক্ষিন জেলার সভাপতি মিঠুন দে। কুস্তি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত সংস্থা গ্যাপল্যিং এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের তত্ত্বাবধানে খেলার ঝোঁক বাড়ছে কুস্তির।

জেলা ভিত্তিক কমিটির নতুন তালিকা প্রকাশ হয়েছে ইতিমধ্যেই। দক্ষিন জেলার সভাপতি হিসাবে মনোনীত হয়েছেন কুস্তিবীর মিঠুন দে। দক্ষিনের কুস্তী এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দীপংকর দেব, এছাড়াও সায়ন দত্ত ও রবি নম নামে আরও দুজন সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন হাইকোর্টের এডভোকেট অনুপম বৈদ্য। ১৩ জনের পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয় দক্ষিন জেলার।

বাম ছাত্র সংগঠন

● প্রথম পাতার পর

যাওয়া মানে সব স্কুলে একই ব্যাপার। তাই দশম ও দ্বাদশ শ্রেনীর বাংলা পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দফতর।শিক্ষা দফতর এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে নেই এমন সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পর্বতীতে দিনক্ষন ঘোষণা করা হবে।মাধ্যমিক প্রি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে এআইডিওএস ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ আগরতলা অফিসলেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরে দুই দফা দাবি নিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার কাছে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। দাবি গুলি সম্পর্কে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য জানিয়েছেন মাধ্যমিক প্রি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসির সঙ্গে যুক্ত দের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য শিক্ষাদপ্তর কে গ্যারান্টি দেওয়া।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের প্রস্তুতি সম্পন্ন

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কলকাতার মর্যাদাপূর্ণ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৪ ডিসেম্বর লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রধান অতিথি হওয়ার কথা থাকলেও এখন তিনি আসবেন না।

ঘটনাটি অরাজনৈতিক হলেও এর সময় ও অর্থ উপেক্ষা করা যায় না। অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ এবং মতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন দ্বারা সংগঠিত এবং সনাতন সংস্কৃতি মঞ্চের নেতৃত্বে, আয়োজকরা জুলাই মাসে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন।

গীতা পাঠ কমিটির চেয়ারম্যান কার্তিক মহারাজ বলেন, “দেশে এই প্রথম। আমাদের চোখ গিনেস রেকর্ডের দিকে, তাদের কর্মকর্তারাও এখানে উপস্থিত থাকবেন। কলকাতা রাজ্যের রাজধানী। আমরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড বেছে নিয়েছি, যেখানে আমরা পাঁচ হাজার লোকের ধারণক্ষমতার ২০টি ব্লক তৈরি করব। আমরা গীতা বিতরণও করব, কমপক্ষে চার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আমাদের অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। আমরা বিহার, ওড়িশা, অসম, বাংলাদেশ থেকেও লোকজন অংশগ্রহণ করবে।”

শঙ্করাচার্য এবং প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও আমন্ত্রিতদের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, সাংসদ, বিধায়ক, পরিচালক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যরা রয়েছেন। যদিও আসছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদী।

কার্তিক মহারাজ বলেছেন, “গীতা জীবনের একটি অংশ। জীবনের সব উত্তর এর মধ্যেই নিহিত। আইনস্টাইন, ওপেনহাইমারের মতো প্রতিভা ভগবদ্গীতাকে উল্লেখ করেছেন তা বিনা কারণে নয়। আমরা এমন সময়ে নৈতিক মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করতে চাই যেখানে আমরা এত দুর্নীতি, মৃত্যু এবং অবৈধ কার্যকলাপ দেখছি। আমরা চাই নাগরিকরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে গ্রহণ করুক। এই বার্তাই আমরা সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাই।”

অন্ডালে নাবালিকাকে ধর্ষণে অধরা অভিযুক্তরা, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ অগ্নিমিত্রার

দুর্গাপুর, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) ফের ধর্ষণের অভিযোগ। এবার এক নাবালিকাকে খেলার মাঠ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল ষ্টেশন সংলগ্ন একটি শিশু উদ্যানে। ২৪ ঘন্টা পরও অধরা অভিযুক্তরা। প্রতিবাদে সরব বিজেপির মহিলা মোর্চার। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে সড়ক অবরোধ বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ঘটনায় জানা গেছে, নিগৃহিতা ওই নাবালিকা অন্ডাল ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। মেয়েটির বাবার অভিযোগ, বুধবার বিকালে স্থানীয় একটি শিশু উদ্যানে খেলার সময় ফিরোজ ও আরমান নামে দুই যুবক ফুসলিয়ে বাইক নিয়ে যায়। অন্ডালের ব্রিজের কাছে একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার মা-বাবাকে বিষয়টি জানায় আক্রান্ত মেয়েটি। তারপরই মেয়ের চিকিৎসা করায় পরিবারের লোকজন। ওই দুই যুবকের নামে অন্ডাল থানায় অভিযোগ দায়ের করে। আক্রান্ত মেয়টির পরিবার অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছে।' এদিকে ২৪ ঘন্টা পরও অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় প্রতিবাদে সরব হয় বিজেপির মহিলা মোর্চা। এদিন দুপুরে অন্ডাল থানার সামনে ১৯ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধের পর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক।বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন,' ঘটনার পর পুলিশ আক্রান্ত মেয়েটিকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসে তৃণমূল নেতা নেত্রীদের সঙ্গে বসিয়ে রেস্তোরাই খাবার খাওয়াচ্ছে। সেখানে পুলিশ খাবার খাইয়ে তাকে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে তার পরিবারকে বলা হয়েছে, এবারের মতো ছেড়ে দিন। পরের বার কড়া ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। আশ্চর্য্য। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, তার মানে পরে আবারও নিগ্রহের শিকার হতে পারে। পুলিশ মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।' তিনি বলেন,' রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নেই। এরকমই সারা দেশের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ পুড়িয়েছে তৃণমূল। সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গী গোষ্ঠীদের ঘাঁটি তৈরী হয়েছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দলের মহিলাদের সুরক্ষিত রাখতে পারে না। দলের নেতাদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়। সেরকম মহিলার মুখ্যমন্ত্রী থাকার কোন অধিকার নেই। এটা নারি জাতির কাছে লজ্জা। বাংলার মানুষের লজ্জা। একটা নাবালিকা ধর্ষিতা হল। আর পুলিশ তার বিচার দেওয়ার বদলে ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাদের আড়াল করার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধিক্কার জানাই রাজ্য পুলিশের ভুমিকায়। অভিযুক্তরা অবিলম্বে গ্রেফতার না হলে বৃহত্তর অন্দোলন শুরু হবে।'স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ অন্ডাল জিআরপি থানা এলাকার সামনেই ওই উদ্যানে সন্ধ্যা হলে অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়। সমাজ বিরোধীদের আঁখড়া তৈরি হয়। যদিও পরিবারের অভিযোগের ভিত্ততে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাম-কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

সংসদে পাঠায় নি। সংসদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। প্রশ্ন তোলা হয়েছে করোনা অতিমারীর কঠিন সময়ে চিকিৎসা ও খাদ্যের জন্য যখন ব্যাপক মানুষ মৃত্যু হচ্ছিল তখন কোন প্রয়োজনে ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নতুন সংসদ ভবন নির্মাণ করা হল ? আসলে শাসক গোষ্ঠী কোন সমালোচনা বা বিরোধীতা সহ্য করতে পারে না। শাসকদল সংবিধান মানে না। এই ধরণের ফ্যাসিবাদী, স্বৈরাচারীরা পৃথিবীর কোথাও বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। আমাদের দেশের মানুষ ও তার জন্য তৈরি হচ্ছে।

অন্যদিকে, সংসদের অধিবেশন থেকে ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কার করার ঘটনায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে কংগ্রেস দল সহ বিরোধীরা। এর প্রতিবাদে দেশের সাথে রাজ্যেও প্রদেশ কংগ্রেস গণতন্ত্র বাঁচাও দিবস পালন করেছে আজ। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে।

এদিন সংসদ থেকে ১৪৬ জন সাংসদকে বহিষ্কার করার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। তিনি বলেন, সংসদকে বিরোধী শূন্য করা এটি একটি ঐতিহাসিক কলঙ্কিত ঘটনা। অসাংবিধানিক এই ঘটনার মূল লক্ষ্য বিরোধীদের কন্ঠরোধ করা। এই ঘটনার প্রতিবাদে গোটা দেশব্যাপী বিরোধীরা প্রতিবাদ গড়ে তুলেছে। রাজ্যেও এই ঘটনার প্রতিবাদে কংগ্রেস দল বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিরোধী শূন্য সংসদে জনস্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন বিল পাশ করার প্রতিবাদে দেশের মানুষ গর্জে উঠবে। শাসক দল সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের উপস্থিতি মুছে দিতে চাইছে বলে এদিনের প্রতিবাদ মিছিল থেকে অভিযোগ তুলেছেন।

আহত ৬

● প্রথম পাতার পর

এই সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে নেশা সামগ্রী, চিনি সহ বিভিন্ন সামগ্রী পাচার করা হয়। আর এই পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোটা এলাকা।এই সংঘর্ষের জেরে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনার পর আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখান থেকে বেশ কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। আহত দুই যুবক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এলাকার বেশ কয়েকজন পাচারকারির নাম উল্লেখ করে জানায় তাদের আস্ফালনে এলাকার লোকজন অতিষ্ঠ। এই পাচারকারিদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। ঘটনা সংগঠিত করার পর তারা বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার রাতে এই পাচারকারিরা এলাকার বেশ কয়েকজনকে মারধর করেছে। সীমান্ত এলাকায় এধরনের ঘটনায় সীমান্তরক্ষী বাহনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আট মাসের পরিশ্রমে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মডেল তৈরি করলেন শ্রীরামপুরের পুরোহিত

হুগলি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের ঝানুতলা এলাকার জিসি ভট্টাচার্য্য স্ট্রিটের পুরোহিত প্রভাষ আচার্য্য আট মাসের পরিশ্রমে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মডেল তৈরি করেছেন। পেশায় পুরোহিত প্রভাসবাবুর ছোট থেকে শখ ছিল ট্রেনের প্রতি। প্রথম জীবনে কম্পাউন্ডারের চাকরি। তার পর নিজের ফিতে তৈরীর কারখানা দিয়েই সংসার চালিয়েছেন তিনি। এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে এভাবেই চলত তাঁর জীবন। এরই মাঝে বিভিন্ন ছোট ছোট জিনিস তৈরি করে নিজের বিজ্ঞানমনস্কতাকে কাজে লাগাতেন তিনি। যদিও তা নিতান্তই শখে।জানা গিয়েছে, এইসব করতে করতেই একদিন একটি লোকাল ট্রেনের মডেল বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন প্রভাসবাবু। সম্পূর্ণ ইএমইউ লোকালের মত দেখতে ওই ট্রেনটি লাইন দিয়ে ইলেকট্রিকের সাহায্যেই চলতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে বন্দে ভারতের উদ্বোধনের পরই তাঁর মাথায় আসে বন্দে ভারতের মডেল তৈরি করার ভাবনা। গত ৮ মাস ধরে নিজের জমানো ১৩ হাজার টাকা খরচ করে আস্ত বন্দে ভারতের মতোই একটি ট্রেনের মডেল তৈরি করেছেন তিনি।যদিও এখনও পর্যন্ত আসল বন্দে ভারত ট্রেনটিকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি প্রভাসবাবুর। ছবিতে দেখেই হুবহু একই রকম ট্রেনের বগি তৈরি করেছেন তিনি। শুধুমাত্র ট্রেনের মডেলই নয় এই ট্রেন ইলেক্ট্রিকের সাহায্যেও চলতে পারে। নিজের ছোট্ট ঘরের কারখানার সামনে পা ফেলার জায়গা নেই, কিন্তু সেখানেই লাইন পেতে বন্দে ভারত এগিয়ে চলেছে সাইরেন দিয়ে। অ্যালুমনিয়াম শীট, লোহার পাত, কাঠ এবং ফেলে দেওয়া বেশ কিছু জিনিসপত্র তাঁর এই উদ্ভাবনী শক্তিকে পূর্ণতা দিয়েছে। ২২০ ভোল্ট ইলেকট্রিকের সাহায্যে বন্দে ভারত এগিয়ে যেতে পারে প্রায় ৩০ ফুট রেললাইন।তবে এইসব শখ মেটাতে গিয়ে প্রভাসবাবুকে খেসারতও দিতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। বাড়ির লোক ছাড়া সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি কেউই। তবুও ৬৫ বছর বয়সে নিজের অদম্য ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক নতুন নতুন ট্রেনের মডেল তৈরি করে চলেছেন তিনি। পৌরহিত্যের জমানো টাকায় তাঁর এই শখ পূরণকে প্রশ্রয় দেন স্ত্রী ও বাড়ির সকলে। রেলের তরফে কয়েকজন অফিসার এর আগে যোগাযোগও করেছেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তার পর আর কিছু হয়নি। প্রভাসবাবুর ইচ্ছে, তাঁর তৈরি এই ট্রেনের মডেল স্থান পাক কোনও রেলের মিউজিয়ামে। যা দেখে উদ্বুদ্ধ হোক নতুন প্রজন্ম।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে এবিআরএসএম-এর স্মারকলিপি

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা সংশোধন সহ একাধিক দাবিতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গ (বিদ্যালয় শিক্ষা)-র তরফে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক গৌতম পালের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

সংগঠনের এবিআরএসএম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক এ কথা জানিয়ে বলেন, “আমাদের প্রত্যেকটি দাবি মনযোগ দিয়ে শুনেছেন। আগামী দিনে সমন্বিত বৈঠকে আমাদের সংগঠনকে আহ্বান জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী শিক্ষাবর্ষে ছুটির তালিকা সংশোধন করা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে পর্ষদ সভাপতির নিকট ঈদের জন্য কোনও তরফে ৭-১০ দিন ছুটির দাবি জানানো হয়েছে। পালনীয় দিনগুলি ছুটি নয়, ওই দিন পঠন পাঠন বন্ধ রেখে পালনীয় দিনের গুরুত্ব আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন। গরমের ছুটি দুই বঙ্গের জন্য দুই রকম করতে (বিভাজন) পারবেন না। সেক্ষেত্রে উনি কেন্দ্রীয় সরকারের ছুটির উদাহরণ দিয়েছেন।

সরস্বতী পূজার প্রস্তুতির জন্য আগের দিন পঠন পাঠন বন্ধ রাখা হয়েছে, যেটা কিছু বাধ্যবাধকতায় উল্লেখ করা হয় নি। নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে আগামী দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত থাকবে। আমাদের সংগঠন কর্তব্যবোধ দিবস পালন করে - এই বিষয়ে জানার পর সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক সৈকত মণ্ডল, রাজ্য কার্যকারিণী সমিতির সদস্য চন্দ্র শেখর সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি প্রবোধ কুমার মুদি, সহ সভাপতি অমিত দত্ত।

মেয়র

● প্রথম পাতার পর

উপদ্রব বেড়েছে বলে জানান তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, জল যাতে না জমে সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ড্রেইনের কাজে নিযুক্ত ঠিকেদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ড্রেইন নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে শহরবাসী মশার উপদ্রব থেকে রেহাই পাবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।।

হামরি, পশ্চিম মাইবাং, হাজাডিসা এবং হারাঙ্গাজাও আসনের চার কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

হাফলং (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের চারটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চার বিজেপি প্রার্থীর জয়লাভ নিশ্চিত। পার্বত্য পরিষদের ২৮টি আসনের মধ্যে চারটি আসন ইতিমধ্যে বিজেপির দখলে চলে গেছে বলে জানা গিয়েছে।মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন শুক্রবার পরিষদের হামরি, পশ্চিম মাইবাং, হাজাডিসা এবং হারাঙ্গাজাও আসনের কংগ্রেস প্রার্থী যথাক্রমে দংথার থাওসেন, ধীরাজ লাংথাসা, রংপিনাথ সেংইয়ং ও পপিল হোজাই এবারের নির্বাচন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। যার দরুন ওই চারটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি প্রার্থী যথাক্রমে মনজিৎ নাইডিং, মোহিত হোজাই, প্রজিৎ হোজাই ও আমেন্দু হোজাইয়ের বিজয় প্রায় নিশ্চিত বলে জানা গেছে। তবে সরকারিভাবে এখনও এ ব্যাপারে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।এই চার আসন থেকে কংগ্রেস দলের চার প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ওই আসনগুলিতে বিজেপি প্রার্থীর বিপক্ষে কোনও প্রার্থী না থাকায় বিজেপির চার প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। এই আসনগুলিতে এখন আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না।

উল্লেখ্য, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র পরীক্ষা ও প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল আজ শুক্রবার। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পরিষদের ১৭ থেকে ১৮টি আসনের মনোনয়নপত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও বিজেপির চার প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করা হয়নি। শনিবার হয়ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে পারেন জেলা রিটার্নিং অফিসার।

গুয়াহাটিতে চালু উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিশ্বমানের এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি নতুন বিশ্বমানের এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ চালু করেছে। এনএফ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব হেডকোয়ার্টার ও ডিভিশনের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে যাত্রীদের জন্য এই নতুন সুবিধার উদ্বোধন করেছেন। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নতুন এগজিকিউটিভ লাউঞ্জে একবারে ৯২ জন ব্যক্তির বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের জন্য এটি উন্নত সুবিধা প্রদান করবে।

নতুন এগজিকিউটিভ লাউঞ্জটিতে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে আগমনরত যাত্রীদের পাশাপাশি প্রস্থানকারী যাত্রীরা বিশ্রামের জন্য এক প্রশস্ত স্থান লাভ করবেন। এই এগজিকিউটিভ লাউঞ্জে সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ ব্যবস্থা, সোফা সেট, মিউজিক্যাল সিস্টেম সহ এলইডি টেলিভিশন, ট্র্যাভেল ডেস্ক, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, মিনি-ক্লক রুম, পানীয় ও খাবারের দোকান এবং আরও অনেক কিছু পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রীয় ও ঘরোয়া যাত্রীরা যাতে নিজেদের অপেক্ষার সময় গুণগত মানের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অতিবাহিত করতে পারে তার জন্য এনএফ রেলওয়ে এ ধরনের এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ নিজেদের জোনের মধ্যে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে তৈরি করেছে।

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এছাড়া এটি এনএফ রেলওয়ের রাজস্ব উৎপাদনকারী অন্যতম একটি স্টেশন। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নবনির্মিত এগজিকিউটিভ লাউঞ্জটি বিজনেস ক্লাস যাত্রী সহ ভ্রমণকারীদের অসংখ্য সুবিধা প্রদান করবে। নতুন এগজিকিউটিভ লাউঞ্জে ১ ঘণ্টা সময়ের জন্য ৩০ টাকার নামমাত্র মাশুল এবং প্রত্যেক অতিরিক্ত ঘণ্টার জন্য অতিরিক্ত ২০ টাকা মাশুল দিয়ে যাত্রীরা বিমানবন্দরের লাউঞ্জের মতো বিভিন্ন সুবিধা অনুভব করতে পারবেন। যাত্রীরা এখানে টাকার বিনিময়ে স্নান ও পোশাক পরিবর্তনের সুবিধা, ব্রেকফাস্ট, দুপুর ও রাতের খাবার লাভ করবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম শহর হওয়ার পাশাপাশি ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বার হিসেবেও ভূমিকা পালন করে আসছে গুয়াহাটি। শহরের মধ্যে অবস্থিত গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনটি এই অঞ্চলের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। নতুন এই সুবিধার ফলে যাত্রীদের বিশ্বমানের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্টেশনটি নিজের কৃতিত্বের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত করেছে।

তৃণমূল নেতা ভিকি খুনে গ্রেফতার অর্জুন সিংয়ের ভাইপো

উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ ডিসেম্বর, (হি.স.): তৃণমূল নেতা ভিকি যাদব খুনে গ্রেফতার হল অর্জুন সিংয়ের ভাইপো। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত সঞ্জিত সিং ওরফে পাপ্পুকে গ্রেফতার করেছে বারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ।গত ২১ নভেম্বর ভাটপাড়া পুরসভা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে পুরানি তালাব সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী ভিকি যাদবকে বাড়ির সামনে গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তিনদিনের মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত বাকিদের ধরতে বারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগকে তদন্ত ভার দেওয়া হয়। সেই সময় জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দলীয় কর্মী খুনের এই ঘটনায় নিশানা করেন দলের নেতা বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংকে। দাবি করেন, সাংসদের পরিবারের কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এখানেই শেষ নয়, সরাসরি পাপ্পু সিংয়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি।তার পর বেশ কিছুদিন পেরিয়েছে। একে একে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, তাঁদের জেরা করতেই উঠে আসে সঞ্জিত সিং যোগ। যদিও সাংসদের দাবি সঞ্জিতকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি তাঁর প্রশ্ন, সোমনাথ শ্যাম আগেভাগে কীভাবে জানলেন কে জড়িত? পালটা অর্জুনের খোঁচা, তবে কি বিধায়কই জড়িত? গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে জগদ্দল চত্বরে।

AFFIDAVIT

I, Abdul Jashim S/o Abdul Rasid of Vill. Uttar Kalamchowra (Bhati Kalamchowra), PS. Kalamchowra, Dist. Sepahijala Tripura, aged about 35yrs., by Caste-Muslim, by profession-Cultivator, a citizen of India, do hereby solemnly declare and affirm as follows:-

That my father's name is Abdul Rasid, which is recorded in my Ration Card, Citizenship Certificate, Aadhaar Card, EPIC.

This is true to my knowledge

That my father's name also recorded as Md. Abdul Rasid in my Madhyamik Admit Card, Mark-sheet etc.

This is true to my knowledge

That I am swearing this affidavit to prove that Abdul Rasid, Md. Abdul Rasid are the same person who is my father.

In acknowledgement whereof I put my signature/ RTI/LTI on this 19th day of Dec., 2023 A/D at Sonamura Court premises.

Sd/-
Abdul Jashim

AFFIDAVIT

I SHRI NINOY CHAKMA, Son of Shri Chirajyoti Chakma, resident of Chakma Aadam Road, Paschim Chanmari, Agartala, P.O. Kunjaban, P.S. New Capital Complex, District West Tripura, Pin 799006 aged 39 years, by by faith -Buddhist by occupation -Govt. Service a hereby solemnly declare and affirm as follows:- citizen of India, do hereby solemnly declare and affirm as follow:

That, in my all relevant documents /certificate my name father's and surname has been recorded as Chirajyoti Chakma except in my Old International Passport.

That, in my Old International Passport which was my fathers name and surname has been recorded as CHARAJYOTI CHAKMA instead of CHIRAJYOTI CHAKMA.

That, CHIRAJYOTI CHAKMA and CHARAJYOTI CHAKMA is the male person and identical one i.e. my father.

That, always I use and write my fathers name and surname as CHIRAJYOTI CHAKMA.

That, I made this affidavit for avoiding any complicacy regarding my fathers name and surname in future in any competent office / department.

That, the statements made above are true to the best of my knowledge and I signed this Affidavit today the 24th day of November 2023 A.D. before the Notary Public Agartala, West Tripura.

Sd/-
Ninoy Chakma

ক্রীড়াঙ্গন

অনূর্ধ-১৬ : বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি
খালি হাতে মরশুম শেষ ত্রিপুরার

মুম্বাই-৩৮৮/৭ ত্রিপুরা-১৩৪ ও ৭৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। খালি হাতে ফিরছে ত্রিপুরা। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে সবকটি ম্যাচেই পরাজিত হলো ত্রিপুরা। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। আমিনগাঁও মাঠে আসরের শেষ ম্যাচেও ত্রিপুরা হারলো ইনিংস এবং ১৮০ রানের বড় ব্যবধানে। শক্তিশালী মুম্বায়ের বিরুদ্ধে। ৩ দিনের ম্যাচ শেষ হলো পৌনে দুই দিনে। লজ্জাজনক ভাবে এবারের মরশুম শেষ করলো ত্রিপুরা। গেলো ৫ বছরে এত খারাপ মরশুম যায়নি ত্রিপুরার। আগামীদিনে জাতীউয়স্তরে ওই আসরে ভালো ফলাফল করতে হলে পরিকল্পনা করে এগুতে হবে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে। বিশেষ করে ছোটদের 'ডেইজ' ম্যাচ চালু করতে হবে। নতুবা এবারের মতোই দুই দিনে খেলা শেষ হয়ে যাবে। প্রথম দিনের ৬ উইকেটে ৩৫৩ রান নিয়ে খেলতে নেমে শুক্রবার আরও ৩৫ রান যোগ করার পর ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে মুম্বাই। শেষ দিকে সার্থক ভিদে ৬৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং নিকাশ নেরোরকর ৩৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে।ত্রিপুরার পক্ষে নিতীশ কুমার সাহানি ৮৬ রানে এবং রিয়াদ হুসেন ১১৭ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে। ৩৮৮ রানের জবাবে শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিসো ত্রিপুরার ইনিংস। মিডল অর্ডারে শঙ্খনীল সেনগুপ্ত সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় ত্রিপুরার স্কোর ১০০ রানের গন্ডি পার হয়। শঙ্খনীল ৯০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ রান করে। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে রিয়াদ হুসেন ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯,সাগর দেবনাথ ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩, দ্বীপ দেব ১৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। মুম্বাইয়ের পক্ষে প্রসুণ সিং ৩১ রানে ৩ টি, হর্ষ উদয় জাইকার ৯ রানে,আদেশ যাদব ২০ রানে এবং হিমাংশু সিং ২৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। ২৫৪ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅনে খেলতে নেমে ত্রিপুরার দ্বিতীয় ইনিংস ভেঙ্গে যায় খড়কুটোর মতো। দ্বিতীয় ইনিংসে ত্রিপুরা করে মাত্র ৭৪ রান। দলের পক্ষে উজ্জয়ন বর্মন ৪৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, সুজিত ঋষি দাস ১৩ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং রিয়াদ হুসেন ৩৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। মুম্বাইয়ের পক্ষে নীলেশ নেরোরকর ২৩ রানে ৪ টি, হিমাংশু লিং ১০ রানে, আদেশ যাদব ১৪ রানে এবং প্রসুণ সিং ১৫ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার ঝুলিতে কোনও পয়েন্ট আসেনি। খালি হাতেই মরশুম শেষ করলো ত্রিপুরা।

দিবাঙ্গদের নিয়ে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস শুরু ২৯ ডিসেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ২২ ডিসেম্বর।। রাজ্যে প্রথমবারের মতো দিবাঙ্গদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস। আগামী ২৯শে ডিসেম্বর আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতামূলক এই গেমস। এতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৬৪ জন দিব্যাঙ্গ খেলোয়াড় অংশ নেবে বিভিন্ন ইভেন্টে। আগরতলা শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান মন্ত্রী টিংকু রায়।রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের প্রথমবারের মতো দিব্যাঙ্গদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস ২০২৩। আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত এই গেমসে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় অংশ নেব দিব্যাঙ্গরা। ২৯ শে ডিসেম্বর বিকেল তিনটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। পরেরদিন ৩০ ডিসেম্বর সকাল থেকে দিনভর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে চলবে ইভেন্টের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে শংসাপত্রের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতেই ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। রাজ্যের সবকটি জেলা থেকে প্রায় ৩৬৪ জন অংশ নেবে এই প্যারা গেমসে। শুক্রবার আগরতলা শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে রেখে এদিন তিনি আরো জানান, এই প্যারা গেমসে থাকবে সুশাসন মেলাও। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাদের বিভিন্ন নথিপত্র নেই তাদেরকে তৎক্ষণাৎ নথিপত্র প্রদান করা হবে শিবিরে।

এদিন মন্ত্রী আরো জানান ১২ই জানুয়ারি যুব দিবস। এবছর জাতীয় স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হবে নাসিকে। সেখানে রাজ্য থেকেও এক প্রতিনিধি দল অংশ নেবে। এছাড়া রাজ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে মূল অনুষ্ঠানটি হবে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে।

সদর অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে জুটমিলকে হারিয়ে এগিয়ে চলো জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। দুর্দান্ত ব্যাটিং ময়ুক চৌধুরীর। সঙ্গ দিলো শঙ্খদীপ, অর্নব, অর্চিতরা। সুবাদে কুপোকাত জুটমিল প্লে সেন্টার।

১৩ ক্রিকেটে ডক্টর বি আর আম্বেদকর মাঠে শুক্রবার এগিয়ে চলো সংঘের মুখোমুখি হয় জুটমিল প্লে সেন্টার। ম্যাচে এগিয়ে চলো শিবির ১৭৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দিলো জুটমিল পিসিকে।

প্রথমে ব্যাট করে এগিয়ে চলো সংঘ ৪০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ২১৩ রান। ব্যাটে দলের হয়ে ময়ুক চৌধুরী সর্বাধিক ৮৯ রান করে। এছাড়া শঙ্খদীপ অপরাজিত ৩৫, অর্নব দেববর্মা ২৬, অর্চিত ভৌমিক ২৪, চন্দ্রশান্ত গোস্বামী ১০ রানে নট আউট থাকে।

বলে জুটমিলের পক্ষে সৌম্যদীপ চক্রবর্তী তিনটি এবং একটি করে উইকেট নেয় শানুক নন্দী ও সৌম্যজিত মজুমদাররা। জয়ের জন্য জুটমিলের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২১৪ রানের।

যাকে তাড়া করতে নেমে দল বহু কষ্টে ৩০.৩ ওভার খেললে ও স্কোরবোর্ডে মাত্র ৩৪ রানই করতে সক্ষম হয়। দলের হয়ে একমাত্র প্রদুৎ সরকারই ২০ রান করে। এছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও ভরসা যোগাতে পারেনি। সুবাদে পরাজয় হজম করেই মাঠ ছাড়তে হলো দলকে।

বিজয়ী দলের হয়ে দুটি করে উইকেট নেয় শঙ্খদীপ দাস, ময়ুক চৌধুরী, চন্দ্রশান্ত গোস্বামী ও দিগ্বিজয় মজুমদাররা।

তরুণ সংঘকে হারিয়ে প্রগতিও সুপার ফোরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। বিশাল রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করলো প্রগতি প্লে সেন্টার। সদর অনুর্ধ ১৩ ক্রিকেটে শুক্রবার তালতলা মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। টসে জয়লাভ করে প্রগতি শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিধান্ত নেয়। যাকে দারুণভাবে কাজে লাগায় দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসমেনরা। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে প্রগতির রান দাঁড়ায় ১৭৯ রান। ব্যাট হাতে শ্রেষ্ঠাংসু সর্বাধিক ৬৯ রান করে। তার এই ইনিংসে ১০ টি চারের মার সামিল রয়েছে। এছাড়া দেবপ্রিয় দে উল্লেখযোগ্য মেজাজে ৫৩ রান করে। তার ইনিংসে ৫ টি চারের মার সামিল রয়েছে। এছাড়া ইয়াশ দেববর্মা ১৩, রাহুল মিয়া ১৩, আরাধ্য দাস ১১ রান করে। অতিরিক্ত ভরসা যোগায় ১২ রানের। বল হাতে তরুণ সংঘের পক্ষে দুটি করে উইকেটে ভাগ বসায় সায়নতন রায় ও সৌরভ দেবনাথরা। একটি করে উইকেট নেয় শুভম দেবনাথ ও শুভ্রজিত সাহারা। পাল্টা খেলতে নেমে ৩২ ওভারেই ১০ উইকেট হারিয়ে বসে তরুণ সংঘ দল। সুবাদে তাদের রানের গতি থমকে গেল ৬৪ রানে। ব্যাটে তরুণ সংঘের পক্ষে শুভম দেবনাথ ১৫, শুভ্রজিতসাহা ২৭ রানই করতে সক্ষম হয়। এছাড়া আর কোনো ব্যাটসম্যানই ভরসা যোগাতে পারেনি। বলে প্রগতির হয়ে ঋদ্ধিমান কর একাই চারটি উইকেট ভাঙে বিপক্ষের। এছাড়া দুটো করে উইকেট নেয় ইয়াশ দেববর্মা ও উজ্জল দেবনাথরা। সুবাদে ১১৫ রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করে সুপার ফোরে পৌঁছে গেল প্রগতি প্লে সেন্টার।

জাতীয় স্কুল গেমস : গার্লস ফুটবলে অংশ নিতে ত্রিপুরা দল বিহারের পথে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। রওয়ানা হলো ত্রিপুরা দল। বিহারের উদ্দেশ্যে। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় স্কুল অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে আসর। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

শুক্রবার সকালের বিমানে কলকাতা যায় ত্রিপুরা দল। রাতে কলকাতা থেকে বাসে রওয়ানা হবে বালিকারা। আসরে ভালো ফলাফল করা নিয়ে আঐশাবাদী ত্রিপুরার কোচ সুজন সরকার। এদিন রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরা দলের প্রতিটি ফুটবলারকে যথেষ্ট সিরিয়াস লক্ষ্য করা গেছে। রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরার ফুটবলারদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়। ত্রিপুরা দল: সুহানি জমাতিয়া, সোনিয়া সিনহা, মারিনা জমাতিয়া, মালিনা রিয়াং, শ্রীয়া দেব, বিনীতা সিনহা, পৃথা ত্রিপুরা, ত্রিসা দেবনাথ, পুনমদেবী জমাতিয়া, সুপ্রিয়া সাহা, ত্রিশা দাস, সঙ্গিতা দাস, নেহা দাস, প্রীতি বর্মন, শিয়ারী দেববর্মা এবং তানিয়া মজুমদার। কোচ সুজন সরকার, ম্যানেজার: তানিয়া দাস।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে সুপার ফোর নিশ্চিত আরসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। সুপার ফোরে খেলার টিকিট হাসিল করে নিলো এন এস আরসিসি দল। টিসিএ পরিচালিত সদর অনুর্ধ ১৩ ক্রিকেটে শুক্রবার পঞ্চায়েত মাঠে মর্ডানকে হারিয়ে এই যোগ্যতা অর্জন করলো এন এস আরসিসি দল। ৮ উইকেটের ব্যবধানে এই সফলতা অর্জন করলো এন এস আরসিসির খুদেরা। টস জিতে মর্ডান দল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারের মধ্যে দল ৩৯.৩ ওভার খেলে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১০২ রান। ব্যাটে মর্ডানের পক্ষে দীপজয় দেবনাথ সর্বাধিক ৪১ রান করে। এছাড়া শুভম দাস ২০, পঙ্কজ শীল ৮, দীপ ঋষি দাস ৭, উজ্জল দেব ৬ রান করে। বলে এন এস আর সিসির পক্ষে অংশ ভটনাগর তিনটি এবং দুটি করে উইকেট দখল করে দেবব্রত রুদ্র পাল, সিদ্ধার্থ দে ও পঙ্কজ দাসরা। একটি উইকেট নেয় যুবরাজ। জয়ের জন্য এন এস আরসিসির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১০৩ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল ২১.৪ ওভার খেলেই মাত্র দুই উইকেটের বিনিময়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। বিজয়ী দলের পক্ষে দেবব্রত রুদ্র পাল ৩৫, শতভিক ঘোষ ২৭, সায়নতন কর অপরাজিত ১৪ ও অংশ ভটনাগর অপরাজিত ১৭ রান করে। সায়নতন ও অংশের নান্দনিক ব্যাটিং নজর কার্লো মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকের। সুবাদে আট উইকেটের বিনিময়ে জয় লাভ করে সুপার ফোরে পৌঁছে গেল এন এস আরসিসি দল।

আন্ত কলেজ খো খো টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বিলোনিয়া কলেজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত ইন্টার কলেজ খো খো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে বিলোনিয়া কলেজ। টুর্নামেন্টে রানার্স আপ রামঠাকুর কলেজ। এছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করেছে ধর্মনগর কলেজ ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। শুক্রবার টুর্নামেন্টের শেষ দিন মূল পর্বের লড়াইয়ের শেষে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক অজয় কুমার সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অলক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ উল্লেখ্য,৩৮ বছর অধ্যাপনার শেষ দিনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে প্রফেসর অজয় সাহা বক্তব্যে স্পোর্টস বোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে এভাবে সম্মানিত করে দিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য। তিনি খেলাধূলাকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির ভাষণে প্রফেসর অলক ভট্টাচার্য বলেন খেলাধুলায় একমাত্র মাধ্যম যে আমাদের মধ্যে ঐক্য সংহতি ও পরস্পরকে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। সুস্থ জীবন গঠনের জন্য এর থেকে বড় হাতিয়ার আর কিছুই হতে পারে না। পরিশেষে প্রতিটি দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি অধ্যাপক অজয় সাহা সহ অন্যান্য অতিথিরা। আন্ত কলেজ এই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পুরস্কৃত হলেন বিলোনিয়া কলেজের জীবন ত্রিপুরা।

পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা সংগীত সমারোহ-২০২৩
আয়োজক: শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান

তারিখঃ ২৩/১২/২০২৩, স্থান: টাউন হল, আগরতলা, সময়-বিকেল ঘটিকা প্রধান অতিথি শ্রী দীপক মজুমদার, মাননীয় মেয়র, আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সম্মানীয় অতিথিঃ শ্রী বিস্বিসার উদাচার্য, অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
বিশেষ অতিথিঃ শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান, স্টেট লেভেল কালচারাল এডভাইসরি কমিটি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
বিশেষ অতিথি: পণ্ডিত শুভঙ্কর ঘোষ, প্রেসিডেন্ট, এলাম্নি আযাসোসিয়েশন, মিউজিক কলেজ
সভানেত্রী: ড় মণিকা দাস, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
হিন্দুস্থানী কণ্ঠসংগীতঃ শ্রীমতী চন্দ্রানী শর্মা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা
কুচিপুড়ী নৃত্য: শ্রীমতী অমৃতা সিংহ, হায়দ্রাবাদ
সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানেঃ কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন
সহযোগঃ শ্রী মৃণাল কান্তি দাস, শী তপোধন চক্রবর্তী, শ্রী সিদ্ধার্থ সরকার, শ্রী সৈকত চক্রবর্তী, শ্রীমতী রুমা চৌধুরী
অনুষ্ঠানে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত

ড় মণিকা দাস
শচীন দেববর্মণ স্মৃতি
সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

ICA-D-1473/23

NOTICE

The written test for the candidates qualified in physical endurance tests for recruitment of 1000 Police Constables (Both Men & Women) in Tripura Police shall be held on 28/01/2024 (Sunday) from 01:00 pm to 02:00 pm centrally at Agartala. The syllabus for the written test and distribution of marks is as under:-

Part	Subject	Number of Question	Maximum Marks	Duration/ Time Allowed
PART-A	General Intelligence and Reasoning	15	30	One Hour.
PART-B	General Knowledge (covering State, National and International events) and General Awareness.	15	30	
PART-C	Elementary Mathematics	10	20	
PART-D	English/Hindi/Bengali/ Kokborok Comprehension	5	5	
	Total...	45 Questions	85 Marks.	

All the questions shall be objective type having multiple choices and answers to be marked by the candidates in OMR sheet. The above syllabus also uploaded inTripura Police website on 19/06/2023 and published in local newspapers on 21/06/2023. Candidates can also visit the Tripura www. tripurapolice.gov.in
Individual Admit cards to be uploaded in due course of time.

ICA/D-1474/23

(Jayanta Chakraborty,
AIGP (HQr). Tripura
Chairman Selection Committee

NIT Nox: e-PT- 13/W/EE/ RD/MNP/2023-24, Date, 20/12/2023

The Executive Engineer,-R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura invites e-tender (two bid) from eligible bidders up to 3.00 P.M of 03/01/2024 for " Construction of Entrance Gate near Sal Bagan under Bamutia R.D. Block". For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2343329. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-3734/23

RD Mohanpur Division Mohanpur, West Tripura,

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 20/EE/KLSD/2023-24 dated 20.12.2023

The Executive Engineer, Kallashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakot! District, Tripura inviteson behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterpriseand eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09.01.2024 for the following work:-

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeTNo:- 46/EE/KLSD /2023-24.	Rs 4,43,359.00	Rs.8867.00	2(Two) Month	Up to15.00 Hrs on 09.01.2024	At10.00hrs on 09.01.2024	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeTNo:- 47/EE/KLSD /2023-24.	Rs 4,25,271.00	Rs. 8505.00	4(Four) Month				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

ICA/C-3738/23

(Er P.C. Das)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kallashahar, Unakoti District, Tripura.

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের "স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়" স্কুলের শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এক সফল প্রয়াসের নাম "স্বর্ণগ্রাম "। ২০০৯ সাল থেকে ত্রিপুরার গোমতী জেলার ওয়ারেংবাড়িকে এক আদর্শ গ্রাম প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরার জন্য পদক্ষেপ করা হয়। এখজ্জনকার উপজাতীয় পল্লী মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নতি এবং ক্রমশ অবলুপ্ত হতে চলা রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায়ের জাতিগত সংস্কৃতি প্রদর্শন ও তাকে তুলে ধরার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় হল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের স্বর্ণগ্রাম এর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আবাসিক স্কুল প্রকল্প। এই প্রকল্পে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের তরফে স্কুলের আবাসিকদের সবরকম সুযোগসুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য যথাযথ পুষ্টি, পড়াশোনার সামগ্রী, বই, উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, খেলার কোচ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হয়। আজ 'স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়"-এর ১১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এক বিশেষ শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও। স্বর্ণগ্রাম ওয়ারেংবাড়ি থেকে দুটো বাসে করে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আজকের শিক্ষামূলক ভ্রমণ শুরু করে। আগরতলার আশেপাশের বিশেষ জায়গাগুলিতে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের মতো দর্শনীয় স্থান দিয়ে এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ শুরু হয়েছিল জ্জ এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শোরুমে নিয়ে আসা হয়, সেখান থেকে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় হেরিটেজ পার্কে, সবশেষে সায়েন্স সিটি ঘুরে দেখানোর পর সকলে ফিরে যায়। সাইন্স সিটিতে সব গুলো বিষয় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে দেখে। তবে তঙ্গ শো মূল আকর্ষণ হয়ে উঠে।

এদিন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আগরতলার শোরুমে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি "স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়"এর ছাত্রছাত্রীদের বাস্তবজীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

তিনি বলেন, 'এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানে অংশ হতে পেরে আমি খুবই খুশি।' তিনি আরও বলেন, " আমি জীবনে বহু অনুষ্ঠানে হাজির থেকেছি। তবে আজকের অনুষ্ঠানটি অন্যতম বিশেষ"। তিনি এই প্রকল্পের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ভূয়সী প্রসংশা করেন।

এরপর শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শোরুমের উৎসবে সকলে মেতে ওঠে। খাওয়াদাওয়া, উপহার, আনন্দের মধ্যে দিয়ে সুন্দর করে সময়টা কেটে যায়। শিশুদের নাচ, গান ও যোগজ্জ উপস্থিত সবার মন জয় করে নেয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'স্বর্ণগ্রাম উদ্যোগটি আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত করা জ্জ ভবিষ্যতেও আরও অনেক ভ্রমণে এই "স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়"-এর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হবে জ্জ যাতে বাইরের পরিবেশের দৃশ্যের পরিবর্তন অনুভব করার পাশাপাশি প্রকৃতি থেকেই তারা শিক্ষা পেতে পারে, সেই চেষ্টাই করা হবে।' আবারো আগরতলাতে আসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ সহকারে স্বর্ণগ্রামে ফিরে যায়।

অন্ডালে নাবালিকাকে ধর্ষণকান্ডে ধৃত ১

দুর্গাপুর, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) অন্ডালে নাবালিকাকে ধর্ষণকান্ডে হাওড়া থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম শেখ ফিরোজ। অন্ডালের বাসিন্দা। হাওড়ায় এক বেসরকারী কারখানার শ্রমিক। শুক্রবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন।

প্রসঙ্গত, বুধবার বিকালে বাড়ির পাশে উদ্যানে খেলার সময় ফিরোজ ও আরমান নামে দুই যুবক ফুসলিয়ে বাইকে করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তারপর অন্ডালের ব্রিজের কাছে একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার মা-বাবাকে বিষয়টি জানায় আক্রান্ত মেয়েটি। তারপরই মেয়ের চিকিৎসা করায় পরিবারের লোকজন। ওই দুই যুবকের নামে অন্ডাল থানায় অভিযোগ দায়ের করে মেয়েটির বাবা। আক্রান্ত মেয়টির পরিবার অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। এদিকে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সরব হয় বিজেপির মহিলা মোর্চা। এদিন দুপুরে অন্ডাল থানার সামনে ১৯ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।তিনি অভিযোগে বলেন, 'ঘটনায় অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে পুলিশ ও তৃণমূল। মুখ বন্ধ রাখার জন্য পরিবারটির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমনকি মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলের চেষ্টা করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন,' গোটা পরিস্থিতির ওপর ও পুলিশের ভুমিকার ওপর নজর রাখছি। আক্রান্ত ওই পরিবার সুবিচার না পেলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।'এদিকে ঘটনার পরই অভিযুক্ত দুই যুবক বেপাত্তা হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ শেখ ফিরোজকে হাওড়া থেকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রো

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ২০২৪ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে চলেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৭৫-তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রধান অতিথি হিসাবে ভারত সফর করবেন। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, কৌশলগত অংশীদার হিসাবে ভারত এবং ফ্রান্সের অনেক আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বিষয়ে উচ্চস্তরীয় মিল রয়েছে। এই বছর আমরা ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫-তম বার্ষিকী উদযাপন করছি।

১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাস্তিল দিবস প্যারেডে সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ এর আগে ৮-৯ সেপ্টেম্বর জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ভারত সফর করেছিলেন।

৮ দফা দাবিতে ডেপুটেশন ত্রিপুরা মাহিষ্য সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ডিসেম্বর: আট দফা দাবিতে সারা রাজ্যের সাথে শুক্রবার বিশালগড় মহকুমা শাসকের নিকট দাবি সনদ তুলে দিয়েছেন ত্রিপুরা মাহিষ্য সমিতি। বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী দাবি সনদ গুলো তপশিলি জাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরনের আশ্বাসও দিয়েছেন এদিন।

আট লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক পারিবারিক আয় থাকলে ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি রাশি বৃদ্ধি করা এসসি সার্টিফিকেট না থাকলে পিতার সার্টিফিকেটের ওপর ভিত্তি করে স্টাইপেন্ড প্রদান, উচ্চ শিক্ষা ঋণের পরিমান বৃদ্ধি করা, তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ হার বৃদ্ধি করা, ৭৫ শতাংশ ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান সহ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ্য করা হয় এই দাবি সনদে।

দাবি পূরণ না হলে পরবর্তী সময়ে নানা আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন এদিন সমিতির সদস্যরা। ত্রিপুরা মাহিষ্য সমিতির প্রতিনিধিরা জানান সরকারের কাছে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। সরকার এই দাবিগুলি পূরন করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন সদস্যরা।

বাড়ছে করোনা, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

পাটনা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : করোনার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ফলে শুক্রবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। বৈঠকে স্বাস্থ্য বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রত্যয় অমৃত একটি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে করোনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি দেশে ওমিক্রণের জেএন-১ ভ্যারিয়েন্টের অনেক সংক্রমণ ধরা পড়েছে। বিহারেও এমন দুটি করোনার সংক্রমণের প্রকাশ্যে এসেছে যা বাইরে থেকে রাজ্যে আসা মানুষদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। তিনি জানান, এই রূপটি খুব মারাত্মক নয়। এখন দুজন করোনা রোগীই হোম আইসোলেশনে রয়েছেন এবং সুস্থ আছেন। করোনার এই নতুন রূপটি নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূর্ণ সজাগ এবং এটি রক্ষায় সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার আরও বলেন, করোনার ক্রমবর্ধমান মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আরটিপিসিআর পরীক্ষার সংখ্যাকে আরও বাড়াতে হবে। করোনার নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুযায়ী হাসপাতালে ওষুধ, সরঞ্জাম, বিছানা, অক্সিজেন, জনবল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার যোগান রাখতে হবে। তিনি বলেন, সঠিক আচরণ নিশ্চিত করতে সামাজিক মাধ্যম ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে করোনা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, হাসপাতালে সবাইকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। জনগণের আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই বলেও তিনি এদিন বৈঠকে জানান। সবাইকে সজাগ থাকার পরামর্শ দেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ১২০ তম আবির্ভাব দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ১২০ তম শুভ আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন এ দুদিনের অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৫ টায় মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর জীবনাদর্শের আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। এদিন সন্ধ্যা ৭ টায় সন্ধ্যারতি ও নাম যজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্তন হবে।২৫শে ডিসেম্বর সোমবার ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে মঙ্গল আরতি, নগর কীর্তন গুরু বন্দনা ও উদয় অস্ত মহানাম মহাযজ্ঞের সুচনা হবে। দুপুর ১২টায় হবে ভোগ আরতি, ১টা ৩০মিনিট থেকে ৩টা ৩০মিনিট পর্যন্ত চলবে প্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যা ৫টা ৩০মিনিটে নাম যজ্ঞের বিশ্রাম ও সন্ধ্যা আরতি অন্তে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

ধর্মনগরস্থিত হরিমন্দির চুরি কাণ্ডে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বাজার সংলগ্ন হরি মন্দির চুরিকাণ্ডে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মন্দিরের চুরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী। তাঁকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেছে বলে জানিয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, গত ২০ ডিসেম্বর ভোরে ধর্মনগরের প্রাণকেন্দ্র বাজারে অবস্থিত হরি মন্দিরে চোরের দল হানা দিয়েছিল। হানা দিয়ে দুইটি রুপোর মুকুট, একটি সোনার বাঁশ, নগদ ১০ হাজার টাকা এবং পূজোর কাজে ব্যবহৃত বাসনপত্র নিয়ে পালিয়েছে। সাথে সাথে পুলিশ ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুতে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিল জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। ডগ স্কোয়াড ব্যবহার করে তদন্তের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় একজনকে আটক করে পুলিশ।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা পুলিশ সুপার বলেন, ওই ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যের। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। গতকাল কদমতলা থেকে অম্বর আলীকে আটক করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে মন্দিরের বিভিন্ন জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

লোয়াইরপোয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসরতদের উচ্ছেদ নোটিশ

পাথারকান্দি (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাথারকান্দির তিলভূম সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পর এবার লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের নামে উচ্ছেদ নোটিশ বিলি শুরু করেছে স্থানীয় বন বিভাগ। এতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বনভূমিতে বসবাসরতদের মধ্যে।

জানা গেছে, দেশের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ধাপে ধাপে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত করতে নির্দেশ জারি করে চলছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক দফায় উচ্ছেদ অভিযান চলেছে গোটা রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত তিনদিন ধরে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জের বাদশাহী রিজার্ভ ও লঙ্গাই রিজার্ভে বসবাসরত বাসিন্দাদের মধ্যে বন বিভাগের পক্ষে উচ্ছেদ নোটিশ বিলির খবর পাওয়া গেছে।

এতে একাংশ জনগণ নোটিশ গ্রহণ করলেও অনেকে নোটিশ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছেন বলেও বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় পক্ষে কোনও মন্তব্যে পাওয়া না গেলেও নোটিশ প্রাপকদের একাংশ জানান, ইতিমধ্যে প্রায় কুড়িজনের হাতে এই নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে বন বিভাগ। নোটিশের এই তালিকায় শতাধিক ব্যক্তির নাম থাকার খবর পাওয়া গেছে।জারিকৃত নোটিশে আগামী তিন দিনের মধ্যে বনাঞ্চলে বসবাসরতদের নিজেদের কাছে থাকা কাগজপত্র দর্শাতে বলা হয়েছে। নতুবা তারা যেন আগামী দশ দিনের মধ্যে নিজে থেকে বনাঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। যারা সরকারি এই নির্দেশ মানবেন না তাদের বিরুদ্ধে বিভাগ নিজ থেকে আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এমন নোটিশ পেয়ে অনেকে চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন। বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত জনগণ জেলাশাসক, ডিএফও, সার্কল অফিসার সহ বিধায়কের স্মরণাপন্ন হবেন বলে জানা গেছে।

সাধুসঙ্গের মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ হয়: ভাগবত

ভাগলপুর, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : "কিভাবে মানব জীবন যাপন করতে হয় তার প্রমাণ সাধুরা। আমাদের মধ্যে অনেক লেখা আছে। পাঠে জ্ঞান হয়, কিন্তু জ্ঞানের সঠিক উপলব্ধি সাধকের সান্নিধ্যে হয়। এমন একটি ধর্ম আছে যা সমগ্র বিশ্বকে টিকিয়ে রাখে এবং উন্নতি করে। একে আমরা সনাতন ধর্ম বলি।" শুক্রবার ভাগলপুরের কুপ্পাঘাট আশ্রমে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত।

কুপ্পাঘাট আশ্রমে পৌঁছানোর পর, ডাঃ ভাগবত প্রথমে গুরু নিবাসে যান এবং পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এর পরে তিনি সন্তমতের বর্তমান আচার্য মহর্ষি হরিনন্দন পরমহংস মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নেন। এরপর তিনি অফিস চত্বরের নিচে ধ্যান কক্ষে সাধুদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি সৎসঙ্গ প্রশালে মহর্ষি মেনহির উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র "মহর্ষি মেনহি : এক ব্যক্তিত্ব এক চিন্তা"-এর টিজার প্রকাশ করেন।

তথ্যচিত্র নির্মাতাদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে, সংঘ প্রধান বলেন, চলচ্চিত্র সমাজকে অনেক কিছু বোঝায়। এটি খারাপ এবং ভাল জিনিসগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে। ছবির গল্প লেখক ও প্রযোজকেরও প্রশংসা করেছেন সংঘ প্রধান। সংঘ প্রধান সবাইকে এই ধরনের ছবি অনুকরণ করার পরামর্শ দেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাগলপুর পৌঁছেছিলেন ডাঃ ভাগবত।

আড়ম্বরপূর্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হলিক্রস স্কুল বাগবাসায় অভিভাবক দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ ডিসেম্বর।। হলিক্রস স্কুল বাগবাসায় প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বার্ষিক অভিভাবক দিবস বেশ আড়ম্বরের সহিত পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের মূখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ আধিকারিক ভানুপদ চক্রবর্তী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ফাদার সাইমন ফারনান্দেজ সি এস সি প্রোভেনসিয়াল সুপেরিয়র, হলিক্রস ফাদার নর্থ ইস্ট প্রভিন্স আগরতলা।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সুসজ্জিত ব্যান্ড পার্টির দল কুচকাওয়াজের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে নিয়েছেন এদিন। এরপর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এক মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছে।

ভানুপদ চক্রবর্তী উনার বক্তব্যে ড্রাগসের ভয়াবহতা এবং সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করেন পাশাপাশি সামাজিক নানা কাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান রাখেন। বিশেষ অতিথি ফাদার সাইমন ফারনান্দেজ সিএসসি উনার বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশে হলিক্রস মিশনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন এদিন। স্কুলের অধ্যক্ষ ফাদার অজিত ফিলিপ স্কুলের শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষন পদ্ধতি ব্যবহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাক্ষা করেন। গত শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের অভ্যর্থনা ও স্মারক উপহার দেওয়া হয়েছে এদিনের অনুষ্ঠানে। পরিশেষে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার রজনী কান্ডুলনা এস এ সি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতার উপর বিশেষ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্নস্থানের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে নিয়ে ভোলেন্টারী হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার কার্যালয়ে শুক্রবার এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোলেন্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার সহযোগিতায় এবং গৌহাটিস্থিত শিশুসারথির উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতার উপর বিশেষ আলোচনা চক্র।

এদিনের আলোচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, শিশু সারথির প্রজেক্ট কোর্ডীনেটর নবজ্যোতি মেদী এবং ভোলেন্টারি হেলথ এসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডাক্তার শ্রীলেখা রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে ডাঃ রায় উপস্থিত অতিথি সহ অংশগ্রহণকারীদের বরণ করে নেন এদিন। বর্ণালী গোস্বামী উনার আলোচনায় ভাটের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের সময়োপযোগীতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সফলতা কামনা করেন।টেকনিক্যাল সেশনে শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন শিশু সারথীর পক্ষে নবজ্যোতি মেদী এবং অন্যান্য প্রশিক্ষকরা। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দিব্যাঙ্গজনদের নিয়ে কাজ করে চলেছে এমন কুড়িটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা আজকের আলোচনা চক্রে উপস্থিত থাকায় গোটা অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্ততায় পূর্ণতা লাভ করে।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ধর্মনগরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ ডিসেম্বর।। প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করে চলেছেন। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরেও শুক্রবার পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বিগত চার মাসের কাজকর্মের অগ্রগতি এবং পরবর্তী চার মাসের জন্য কর্মসূচি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।বিগত চার মাসের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সেগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। দপ্তরের প্রতিটি অফিসে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে এনে সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচিগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়িত করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে এই পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এস সি /এস টি, পশুপালন এবং মৎস্য দপ্তরের জেলা আধিকারিকদের নিয়ে এই পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এদিন।

তিনি আরো জানান, চার মাস আগে প্রথম পর্যালোচনা সভা হয়েছিল। ২০২২ ২৩ অর্থবছর প্রায় শেষের পথে। উনার নিয়ন্ত্রণাধীন তিনটি দপ্তর এস সি /এস টি, পশুপালন এবং মৎস্য দপ্তরে কতটুকু উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং অর্থবছর শেষ হওয়া পর্যন্ত কতটুকু উন্নয়ন করা সম্ভব হবে তা নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

এনসিএইচএসি নির্বাচন : মনোনয়নপত্র পেশের পর তিন কংগ্রেস প্রার্থী নিখোঁজ, দাবি দলের

হাফলং (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ৮ জানুয়ারি (২০২৪) ২৮ আসনের উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ (নর্থ কাছাড় হিলসঅটোনমাস কাউন্সিল সংক্ষেপে এনসিএইচএসি)-এর নির্বাচনের জন্য বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর কংগ্রেসের তিন প্রার্থী এদিন রাত থেকে সন্ধানহীন হয়ে পড়েছেন। এমনটা দাবি করা হচ্ছে দলের পক্ষ থেকে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে কংগ্রেসের তিন প্রার্থীর পরিবারের সদস্য এবং দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ শুক্রবার হাফলং রাজীব ভবনে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য।অপূর্ব ভট্টাচার্য বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি আসনের জন্য বুধ ও বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের ২৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। কিন্তু মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর বৃহস্পতিবার রাত থেকে হামরি আসনের কংগ্রেস প্রার্থী দংথার থাওসেন, পশ্চিম মাইবাং আসনের ধীরাজ লাংথাসা এবং হাজাডিসা আসনের রংপিনাথ সেংইয়ং সন্ধানহীন হয়ে পড়েছেন।

কংগ্রেস নেতা ভট্টাচার্য বলেন, কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা দেখে শাসক দল শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। যার দরুন সন্দেহ করা হচ্ছে, এঁদের টাকা-পয়সা দিতে হয়ত অপহরণ করা হয়েছে। এই তিন কংগ্রেস প্রার্থীর পরিবারের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ফোনও এসেছে বলে অভিযোগ করে অপূর্ব ভট্টাচার্য শাসক বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে শাসক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে। এমতাবস্থায় গণতন্ত্র পুনঃ স্থাপন করে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন, এ ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে কখনও শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, উন্নয়নও সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সমগ্র বিষয়টি জেলা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। বর্তমানে নির্বাচনী আচরণবিধি জারি রয়েছে। তাই কংগ্রেস প্রার্থী থেকে শুরু করে পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী এজেন্টদের পরিবারের জীবন-সম্পত্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে, জানান অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।